কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে

প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে

মূল

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

প্রফেসর : কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাজিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রাসূল জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

প্রকাশনায়

মোরশেদা বেগম

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

০১৯১১০০৫৭৯৫

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর – ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : আল আকাবা প্রেস

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন মহান রাব্বুল আ'লামীনের জন্যে, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে 'রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে' নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ-এর ওপর। আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি সাহাবায়ে কিরামের।

'রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। সুস্থতা মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ সুস্থতা থেকে মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে যায়, অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া, তারপর ব্যক্তির মৃত্যুরবণ তার জন্য শোক প্রকাশ, গোসল দেয়া, দাফন-কাফন করা, জানাযার নামাজ পড়া, কবর দেয়া, কবর যিয়ারত, সর্বশেষ ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসভিত্তিক মাসয়ালার সমাধান উপস্থাপিত করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থটিতে। এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে মূর্খতার কারণে সুন্নাতের নামে অনেক বিদআত প্রচলিত আছে।

গ্রন্থটি মূলত বিখ্যাত লেখক কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কিলানীর। সে একজন উঁচুমানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে গ্রন্থটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত। আমরা গ্রন্থটি বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করে এবং সাহিত্য মানের দিকেও লক্ষ্য রেখে সুবিন্যস্তভাবে সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি।

এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক কোনো গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ

সম্পাদনের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে।

পরিশেষে এ মহান কাজে যারা সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভালো লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানাযার নামাজ সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলো কুরআন ও হাদীসভিত্তিক জেনে বাস্তব জীবনে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

ডিসেম্বর – ২০১১ ইং

সূচিপত্র

৩. মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে মাসায়েল

৪. শোক প্রকাশের মাসায়েল

৫. মৃতকে গোসল দেয়ার প্রসঙ্গে মাসায়েল

৬. কাফনের প্রসঙ্গে মাসায়েল

৭. জানাযার সম্পর্কে মাসায়েল

৯. দাফনের মাসায়েল

১০. কবর যিয়ারতের মাসায়েল

ক্র/নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৮.	কবরস্থানে অথবা কোন মাজারের বসে কুরআন তেলাওয়াত করা অবৈধ	১১৪
১৪৯.	কবরস্থানে অথবা কোন মাজারে সালাত পড়া বা ইবাদত করা নিষিদ্ধ। কবরস্থানে বা মাজারে মসজিদ নির্মাণ করা, অথবা মসজিদে কবর অথবা মাজার নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। যে মসজিদে কবর বা মাজার থাকে তাতে সালাত পড়া নিষিদ্ধ	১১৫
১৫০.	নবীগণ, অলীগণ ওথবা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবরে বা মাজারে তাদের নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা, নজর-নেয়াজ বা মান্নত করা নিষিদ্ধ	১২০
১৫১.	নবীগণ, ওলীগণ অথবা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবর বা মাজারের সামনে মাথানত করে দাঁড়ানো অথবা সালাতের মতো হাত বেঁধে দাঁড়ানো, সাজদা করা কিংবা তাওয়াফ ইত্যাদির মতো অন্য কোন ইবাদত করা নিষিদ্ধ	১২১
১৫২.	কোন নবী, ওলী অথবা বুযুর্গ ব্যক্তির কবরে বা মাজারে ওরস অথবা মেলা করা নিষিদ্ধ। মসজিদে নববীতে প্রত্যেক সালাতের পর দরূদ পাঠের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর মোবারকে হাজির হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জায়েয নেই	১২২
১৫৩.	কবর বা মাজারে মুজাবের হওয়া (সদা কবরে বসে থাকা) বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তথায় বসা নিষিদ্ধ। কবর বা মাজারের দিকে মুখ করে বা কবরস্থানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ	১২৩
১৫৪.	কবর বা মাজারে পশু জবাই করা, খাওয়া, মিষ্টি, দুধ, চাউল ইত্যাদি বন্টন করা নিষিদ্ধ	১২৩
১৫৫.	বরকত অর্জন করা, সন্তান লাভ করা এবং আরোগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারের চুল বা সুতা ইত্যাদি বাঁধা নিষিদ্ধ	১২৪
১৫৬.	কোন নবী, ওলী অথবা বুযুর্গ ব্যক্তির কবর বা মাজার যিয়ারত করার ইচ্ছায় সফর করা জায়েয নেই। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং মসজিদে নববীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অথবা এ সকল মসজিদে সালাত আদায় করে সাওয়াব অর্জন করার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয	১২৪
১৫৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর মোবারকে সালাম দেয়ার মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ	১২৫
১৫৮.	রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর দরূদ পাঠের মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ	১২৬

১১. যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল হাদীস

১.	"যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার কবর যিয়ারত করবে আমার মৃত্যুর পর সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।	১২৮
২.	যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করে আমার যিয়ারতে আসল না সে আমার সাথে অন্যায় করল।	১২৮
৩.	যে ব্যক্তি মদীনায় এসে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমার যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ প্রদান করব এবং তার পক্ষে সাক্ষী হব।	১২৯

১২. ঈছালে ছওয়াবের মাসায়েল

১. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে

১. সুস্থতাকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যায়ন করা উচিত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ، اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ـ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَاِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে মুসাফির কিংবা পথিকের মতো জীবন যাপন কর। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলতেন, যদি সন্ধ্যা উপনীত হয়, তা হলে সকালের প্রতীক্ষায় থেক না। আর যদি সকাল হয়, তা হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেক না। আর সুস্থতাকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যায়ন কর। (সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সুস্থতা ও ব্যস্তহীনতা এমন দুটি অনুগ্রহ, যার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ক্ষতিতে রয়েছে। (সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৬৪১২)

২. রোগ এবং রোগীকে দেখার মাসায়েল

২. যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবে না, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فَلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ. يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فَلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِى. يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ

হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে দেখতে আসব? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে দেখা হতো।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! তোমাকে কীভাবে পানি পান করাতে পারি? তুমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি কি জাননি যে, যদি তুমি তাকে পান করাতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেয়ে যেতে।

(মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-১৪৬৫)

৩. রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করার পুরস্কার।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اَتَى اَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِى خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَاِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ.

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভ্রাতাকে দেখতে যায়,

সে তার নিকট এসে বসা পর্যন্ত জান্নাতের পথে চলতে থাকে। যখন বসে, তাকে আল্লাহর অনুগ্রহে আচ্ছাদিত করে ফেলে। যদি সকালে দেখতে যায়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের প্রার্থনা করেন। আর যদি সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার রহমতের ফেরেশতা প্রার্থনা করেন।

(আহমদ, সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ : হাদীস নং-১১৮৩)

৪. অমুসলিম রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করা বৈধ।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ .

আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী গোলাম নবী করীম ﷺ-এর খেদমত করত। সে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলেন এবং বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তখন সে ইসলাম কবুল করল।

(মুখতাছারুল বুখারী, হাদীস নং-৬৭৯)

৫. রোগীকে দেখার সময় সাতবার এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ اِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তি নিকট যায় এবং এ কথা সাত বার বলেন আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম আইয়াশফিয়াকা'। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ, আরশে আযীমের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে শেফা দান করেন।) তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে রোগমুক্ত করেন।

(সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৬৩)

৬. অসুস্থতার সময় মুখ থেকে অকৃতজ্ঞতাসূচক কোন বাক্য বের করা উচিত নয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ : لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. قَالَ قُلْتَ طَهُوْرٌ، كَلَّا بَلْ هِىَ حُمّٰى تَفُوْرُ، اَوْ تَثُوْرُ، عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ، تُزِيْرُهُ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক বেদুইনকে দেখতে গেলেন। যখন তিনি কোথাও কোন রোগী দেখতে যান তখন তার জন্য এই বলে দোয়া করতেন, 'লা বা'সা ত্বাহুরুন ইনশা আল্লাহ'। অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ এর দ্বারা তোমার গুনাহ মাফ হবে। লোকটি বলল, আপনি কি বলেছেন? পবিত্রকারী! বরং এ তো উত্তেজক তাপমাত্রা। যা একজন বৃদ্ধকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে এমনকি তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে সেরূপই।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৫১১)

৭. রোগীকে দেখার সময় রোগীর জোগায় কাছে এমন কথা বলা উচিত, যাতে সে মনে প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহস জোগায়।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِالْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ.

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন অসুস্থ বা মৃতকে অবলোকন করতে যাবে তখন উত্তম কথা বল, কারণ তোমরা যা কিছু বলবে তার উপর ফেরেশতারা আমীন বলে থাকেন। (মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৪০২)

৮. রোগকে মন্দ বলা উচিত নয়। অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি মানুষের গুনাহ মোচন এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ (رضى) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى مَرَضِهٖ فَمَسِسْتُهٗ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ شَدِيْدًا، وَذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ. قَالَ اَجَلْ، وَمَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهٗ اَذًى اِلَّا حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَاتَحَاتُّ الشَّجَرُ.

আব্দুল্লাহ (রা) ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আর এ কারণেই হয়ত আপনাকে দ্বিগুণ বদলা দেয়া হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ! কোন মুসলিম যখন রোগে কষ্ট পেয়ে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপরাশী এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেন যেমনিভাবে (বসন্তকাল) গাছের পাতা ঝরে যায়। (মুখতাছারু বুখারী, হাদীস নং-১৯৫৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ يُرِدِاللّٰهُ بِهٖ يُصِبْ مِنْهُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথে ভালো করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে কষ্টে নিপতিত করেন। (বুখারী, মুখতাছারু বুখারী, হাদীস নং-১৯৫১)

৯. অসুস্থতাকালীন সময়ে রোগীর দোয়া কবুল করা হয়।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : خَمْسُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حِيْنَ يُصْدِرُ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حِيْنَ يُقْفِلُ، وَدَعْوَةُ

الْمَرِيْضِ حِيْنَ يَبْرَأُ، وَدَعْوَةُ الْاَخِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ- ثُمَّ قَالَ : وَاَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعْوَاتِ اِجَابَةً. دَعْوَةُ لِاَخٍ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়।

১. মজলুমের দোয়া প্রতিশোধের পূর্ব পর্যন্ত।
২. হজ্জ আদায়কারীর দোয়া ঘরে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত।
৩. মুজাহিদের দোয়া জিহাদ থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত।
৪. অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।
৫. এক মুসলিম ভাইয়ের দোয়া তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য। তারপর বললেন, এসব দোয়ার মধ্যে দ্রুত গ্রহণযোগ্য দোয়া হল, মুসলিম ভাইয়ের দোয়া অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য।

(বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-২৬৬০)

১০. চিকিৎসা করা সুন্নাত। তবে তার জন্য হারাম বস্তু ব্যবহার করা না জায়েয।

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ (رضى) قَالَ قَالَتِ الاَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَتَدَاوَى قَالَ : نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهٗ شِفَاءً اَوْ قَالَ دَوَاءً اِلاَّ دَاءً وَاحِدًا . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ.

উসামা ইবনে শরীক (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক বেদুইন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! হে আল্লাহর বান্দা! চিকিৎসা কর। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোন চিকিৎসা নেই। তবে একটি রোগ ছাড়া। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে রোগটি কি? তিনি বললেন, তা হল, বার্ধক্য।

(তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-১৬৬০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ نَهىٰ رَسُوْلُ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তুসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-১৬৬৭)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ (رضى) اَنَّ طَبِيْبًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا.

আব্দুর রহমান ইবনে উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ডাক্তার নবী করীম ﷺ-এর কাছে ঔষধের মধ্যে ব্যাঙ ব্যবহারের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে বারণ করলেন।

(আবু দাউদ, সহীহ সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-)

عَنْ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِىَّ (رضى) سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ اَوْ كَرِهَ اَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ اِنَّهَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ.

তারেক ইবনে সুওয়াইদ (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে মদ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তারেক (রা) বললেন, আমি তো এটি (মদ) ঔষধে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করেছি। নবী করীম ﷺ বললেন, মদ ঔষধ নয়! বরং অসুখ।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১২৭৯)

১১. রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বরের জন্য ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُّوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জ্বর জাহান্নামের ভাপ্তি থেকে একটি ভাপ্তি। সুতরাং তোমরা ঠাণ্ডা পানির মাধ্যমে তাকে বারণ কর। (ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২৭৯৯)

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদরোগের জন্য 'হারীরা' ব্যবহার করার আদেশ দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তালবীনা' হৃদরোগের জন্য আরামদায়ক। এটি অনেক পেরেশানীকে দূর করে। (বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৯৯)

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ 'নিমুনিয়া' রোগে কস্তুরী ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.

উম্মে কাইস বিনতে মিহছান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলা কেন বাধছ? তোমাদের 'উদে হিন্দী' (কস্তুরী) ব্যবহার করা প্রয়োজন। এতে সাতটি রোগের আরোগ্য লাভ করা যায়। সেগুলোর একটি হল 'যাতুল জনব'।

(বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৭৭)

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মাথা ব্যথা' রোগের চিকিৎসা সিঙ্গার মাধ্যমে করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাথার একটি ব্যথার দরুণ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।

(বুখারী, কিতাবুত তিবব)

১৫. 'আরাকুন্নিসা' তথা জোড়ার ব্যথার চিকিৎসা।

عَنْ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ (رضى) يَقُوْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : شِفَاءُ عِرْقِ النِّسَا اَلْيَةُ شَاةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّاُ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِى كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আরাকুন্নিসা' রোগের চিকিৎসা হল জঙ্গলী ছাগলের কোমর। তাকে ভালোভাবে গলিয়ে অতঃপর তিন ভাগ করে প্রত্যেক দিন সকালে খালি পেটে এক ভাগ পান করবে।

(ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৮৮)

১৬. রক্ত বন্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পাটির ছাই ব্যবহার করেছেন।

عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ (رضى) قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلِىٌّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْدُ الدَّمَ اِلَّا كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا الدَّمُ.

সাহাল ইবনে সাআ'দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর আহত স্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) তার উপর দিয়ে পানি ঢালছিলেন। ফাতেমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার কারণে রক্ত বেশি বের হচ্ছে, তখন চাটাই এর একটি টুকরা নিয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে আহত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

১৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদরোগের জন্য 'আজওয়া' খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর 'আজওয়া' খেজুর বিষ এবং জাদুর জন্যেও উত্তম চিকিৎসা।

عَنْ سَعْدٍ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَسِحْرٌ.

সা'আদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে সে বিষ ও জাদুর কুপ্রভাব থেকে সেদিন সুরক্ষা পাবে। (বুখারী, মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হাদীস নং-১৯০৫)

১৮. কালো জিরা অনেক রোগের জন্য শিফা তথা আরোগ্যের কারণ।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيْزُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কালো জিরায় মৃত্যু ছাড়া সব রোগের শেফা রয়েছে। ইবনে শিহাব বলেন, 'সাম' অর্থ মৃত্যু। কালো দানা অর্থ কালো জিরা।

(বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হাদীস নং-১৪৮৩)

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন আঘাত বা হতাহতের চিকিৎসার জন্য মেহেদী ব্যবহার করেছেন।

عَنْ سَلْمَى اُمِّ رَافِعٍ مَوْلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ لاَ يُصِيْبُ النَّبِىَّ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ اِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءِ .

রাসূলে করীম ﷺ-এর খাদেমা সালামা (রা) বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখনই কোন আঘাতপ্রাপ্ত হতেন কিংবা তাঁর শরীরে কাঁটা প্রবেশ করত তখনই তিনি সেখানে মেহেদী ব্যবহার করতেন।

(ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৮২১)

২০. রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়ের 'মৌচ' রোগের জন্য 'শিঙ্গা' ব্যবহার করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلٰى وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ পায়ে চোট খাওয়ার কারণে (কোমরে) শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।

(আবু দাউদ, সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৮২)

২১. রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্যে লাল সুরমা ব্যবহার করতেন।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাত্রে ঘুমাবার পূর্বে 'ইছমিদ' নামক সুরমা ব্যবহার কর। এর দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং চুল বৃদ্ধি লাভ করে।

(ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৮১৯)

২২. আল্লাহ তা'আলা ওলকে চোখের জন্য শেফা হিসেবে তৈরি করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا الْكَمْاَةُ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁকে বললেন, ওল হল যমিনের বসন্তরোগ। নবী করীম ﷺ বললেন, ওল হল 'মন্ন'। তার পানি চোখের জন্য আরোগ্য স্বরূপ। আর 'আজওয়া' হল জান্নাতি ফল, তাতে রয়েছে বিষ থেকে শেফা।

(তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৬৮৯)

২৩. মধুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা শেফা অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهٗ فَقَالَ اسْقِهٖ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهٗ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ اِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِهٖ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهٗ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ اِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اسْقِهٖ عَسَلًا فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأَ.

আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল। আমার ভাইয়ের পেটের পীড়া শুরু হয়েছে। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। তারপর তাকে মধু পান করানো হলো। তারপর এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে মধু পান করালাম কিন্তু এর দ্বারা তার অসুখ আরো বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। তারপর আবার তাকে মধু পান করানো হলো। তারপর এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে মধু পান করালাম কিন্তু তার রোগ ক্রমেই বেড়ে চলছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। তাকে আবার মধু পান করাও। তারপর তাকে পান করালেন তখন সুস্থ হয়ে গেল।

(তিরমিযী, সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৬৯৭)

২৪. যমযমের পানিতেও রয়েছে শেফা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ .

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবে তা পূর্ণ হবে।

(সহীহ ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৮৪)

২৫. জিরা এবং 'সানার' মধ্যে রয়েছে সকল রোগের আরোগ্য লাভ।

عَنْ اُبَيِّ بْنَ اُمِّ حَرَامٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ فَاِنَّ فِيْهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ .

উবাই ইবনে হারাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা 'সানা' এবং জিরা ব্যবহার কর। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব কিছুর শেফা অন্তর্নিহিত।

(ইবনে মাজাহ, সিলসিলা সহীহা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩২৭৭)

২৬. রোগ আরোগ্যের জন্য হাতে কড়া, দাগা ও তাবিজ-তুমার ইত্যাদি বাঁধা নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ اِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَاَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هٰذَا قَالَ اِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَاَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ .

উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কাছে একদল লোক আগমন করল। তিনি তাদের নয়জন থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। কিন্তু একজন থেকে বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নয়জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন, কিন্তু একজনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন না কেন? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তাবীজ বেঁধে রেখেছে। তখন লোকটি হাত প্রবেশ করায়ে তাবীজ

ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীজ লটকাবে সে শিরক করল।

(আহমদ, সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৭৭)

২৭. জাদুর মাধ্যমে জাদুর চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে জাদুর দ্বারা চিকিৎসার সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বললেন, এটি হল শয়তানের কাজ। (সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৮৮)

২৮. শিরকমুক্ত কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ.

আউফ ইবনে মালেক আশযায়ী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক প্রদান করতাম। নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য? তিনি বললেন, তোমরা আমাকে সেই মন্ত্র পড়ে শুনাও। এমন মন্ত্র যাতে কোনরূপ শিরক নেই তাতে কোন পাপ নেই। (মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হাদীস নং-১৪৬২)

২৯. শিরকযুক্ত ঝাঁড়-ফুঁক, শিরকযুক্ত তাবিজ পড়া বৈধ নয়। শেরেকী কাজে কখনো রোগ আরোগ্য বা সংকট দূর হতে পারে। মাসনূন ঝাঁড়-ফুঁকের শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا

وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِي فَاِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ اِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهٖ فَاِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ اَنْ تَقُوْلِي كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঝাঁড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং তিওয়ালা (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার উদ্রেকের জন্য অবৈধ কোন তদবীর) করা শিরক। আব্দুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী বললেন, আপনি কেন এরূপ বলছেন? আল্লাহর কসম! আমার চোখে ব্যথা ছিল। অমুক ইহুদী যার কাছে আমাদের আসা-যাওয়া বিদ্যমান ছিল, সে আমাকে ঝাঁড়-ফুঁক করেছে, ফলশ্রুতিতে আমি আরোগ্য লাভ করি। তিনি বললেন, এটি তো শয়তানের কাজ। বরং সে স্বয়ং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। যখন ঝাঁড়-ফুঁক করে, তখন সে বিরত থাকে। তোমার জন্য ঝাঁড়-ফুঁক হিসেবে তাই যথেষ্ট যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। তাহল, 'আযহিবিল বাসা রাব্বান্নাস।' অর্থাৎ হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ আরোগ্য দান কর। তুমিই তো শেফা দানকারী। শুধু তোমারই পক্ষ থেকে শেফা হয়ে থাকে। এমন শেফা দান কর যা কোন প্রকারের অসুখ ছাড়ে না। (আবু দাউদ, সহহি সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৮৮)

৩০. অসুস্থ ব্যক্তির উপর ডান হাত ফিরিয়ে আল্লাহ থেকে শেফা চাওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত দোয়া করা প্রয়োজন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَى مَرِيْضًا اَوْ اُتِيَ بِهٖ قَالَ اَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে গমন করতেন কিংবা তাঁর কাছে কোন অসুস্থকে নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন, 'আযহিবিল বাসা রাব্বান্নাস।' অর্থাৎ হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ আরোগ্য কর। তুমিই তো শেফা দানকারী। শুধু তোমারই তরফ থেকে শেফা হয়ে থাকে। এমন শেফা দান কর যা কোন প্রকারের অসুখ ছাড়বে না। (বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু বুখারী, যবিদী, হাদীস নং-১৯৬১)

৩১. কুষ্ঠ রোগ, কুড়ি রোগ এবং পাগল হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্ন বর্ণিত দোয়া করা আবশ্যক।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়া, শ্বেত রোগ এবং খারাপ অসুখ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(নাসায়ী, সহীহ সুনান নাসায়ী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৫০৬৮)

৩২. যাদুর প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য 'মুআওয়েযাত' قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ **পড়ে ফুঁক দেয়া অত্যাবশ্যক। ফুঁ দেয়ার সময় শরীরে হাত ফিরানো সুন্নাত।**

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন (জাদুর প্রভাবে) অসুস্থতা বোধ করতেন। তখন 'মুআউয়েযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন এবং শরীরে হাত বুলায়ে দিতেন।

(বুখারী ও মুসলিম, মুখতাছারু বুখারী, হাদীস নং-১৭০৪)

৩৩. শরীরের কোন স্থানে ব্যথা অনুভব হলে, তথায় হাত রেখে নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ (رضى) أَنَّهُ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَاَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

উসমান ইবনে আবুল আছ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম কবুলের পর থেকে তিনি সর্বদা নিজের শরীরে একটি ব্যথা বেদনা অনুভব করতেন। তার কথা তিনি নবী করীম ﷺ-কে অবহিত করলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হাত রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলে সাতবার এই দোয়া পাঠ কর, 'আউযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু' অর্থাৎ আমি আল্লাহর শক্তির উসীলায় আশ্রয় কামনা করছি আমি যা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি তার অনিষ্ট তা থেকে।

(মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হাদীস নং-১৪৪৭)

৩৪. মানুষের নজর তথা দৃষ্টিতে রয়েছে বড় প্রভাব। বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়া উত্তম।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَلْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْئٌ سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ .

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, নজর লাগা সত্য। যদি কোন বস্তু তকদীরের আগে যাওয়ার হতো তাহলে নজর যেত। (মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, আলবানী, হাদীস নং-১৪৫৪)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-কে এই দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন এবং বলতেন নিশ্চয় তোমাদের বাবা (ইব্রাহীম) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে এ দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন। তা হল 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন' অর্থাৎ আমি এবং তোমরা দুজনের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তান, কষ্টদায়ক পশু এবং বদনজর থেকে হিফাজত থাকার জন্য।

(বুখারী, মুখতাছার বুখারী, যবিদী, হাদীস নং-১৪১৮)

৩৫. রোগের জন্য চিকিৎসা কিংবা ঝাড়-ফুঁক না করা, বরং শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করার ফযীলত।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হল, যারা ঝাড়-ফুঁক করাবে না, খারাফ ফাল গ্রহণ করবে না। বরং শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করবে।

(বুখারী, মুসলিম, মুখতাছার সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০১)

৩৬. কোন অসুস্থ কিংবা মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পড়া অত্যাবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ.

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা।' অর্থাৎ সে আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি আমাকে সেই মুসিবত থেকে হেফাযত করেছেন যাতে তোমাকে পতিত করেছেন এবং যিনি আমাকে অনেক সৃষ্টির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সে মুসিবতে নিপতিত হবে না। (তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় হাদীস নং-২৭২৯)

৩৭. জীবনের শেষ মুহূর্তে নিম্নে বর্ণিত দোয়া করা উচিত।

عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلَىَّ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ.

আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পূর্বে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি। যখন তিনি আমার শরীরে পিঠ ঠেক দিয়ে বসেছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমায় মার্জনা করে দাও। আমাকে দয়া কর এবং আমাকে বন্ধুর সাথে একত্রিত করে দাও।

(বুখারী, মুখতাছারু বুখারী, হাদীস নং-১৭০৫)

৩. মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে মাসায়েল

৩৮. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখা অপরিহার্য।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ.

উবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন। (বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হাদীস নং-২১১৮)

৩৯. মৃত্যুকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ .

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দুটি বস্তু এমন আছে যাকে মানুষ নিকৃষ্ট মনে করে। মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু তাঁর জন্যে ফিতনায় পড়া থেকে অনেক শ্রেয়। আর স্বল্প সম্পদকে খারাপ মনে করে অথচ স্বল্প সম্পদ তাঁর হিসাবকে হ্রাস করে দিবে। (আহমদ, সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীস নং-৮১৩)

৪০. মৃত্যুর আশা করা ঠিক নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمْ اَلْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعْتِبَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না। যদি সে ভালো হয় তাহলে হয়ত ভালো কাজ বৃদ্ধি করবে। আর যদি খারাপ হয় তাহলে হয়ত তাওবা করবে। (বুখারী, মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হাদীস নং-১৯৬০)

৪১. অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে মৃত্যুর আশা করার নিয়ম।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত থাকবে। যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে বলবে, হে আল্লাহ! যদি আমার জন্য জীবন ভালো হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গল হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দান করুন।

(বুখারী, মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হাদীস নং-১৯৫৮)

৪২. শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আশা করা এবং দোয়া করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেই স্বত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমার আশা হয় যেন আল্লাহর পথে আমাকে শহীদ করা হোক পুনরায় আবার জীবিত হই এবং আবার আল্লাহর পথে আমাকে শহীদ করা হোক পুনরায় আবার জীবিত হই এবং আবার আল্লাহর পথে আমাকে শহীদ করা হোক। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

قَالَ عُمَرُ (رضى) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ.

উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাসূলের শহরে শাহাদাত বরণ করার তৌফীক দান কর। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

৪৩. মৃত্যুর কষ্ট অস্বাভাবিক।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِىْ وَذَاقِنَتِىْ فَلاَ اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার বক্ষ এবং চিবুক এর মাঝখানে মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী করীম ﷺ-এর পর কখনো কারো জন্যে আমি মৃত্যুর কষ্টকে মন্দ ভাবি না।

(বুখারী, মুখতাছারু সহীহ বুখারী-যবিদী, হাদীস নং-১৭০৬)

৪৪. মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা উচিত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর।

(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় হাদীস নং-১৮৭৭)

৪৫. যে ব্যক্তি মারা যাবে তার পার্শ্বে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তিকে কালিমা পাঠ করাও। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৪৫৩)

৪৬. মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমার আশা বলবৎ থাকা প্রয়োজন।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে মৃত্যুর তিন দিনপূর্বে একথা বলতে শুনেছি যে, মৃত্যুর সময় মানুষকে আল্লাহর উপর উত্তম ধারণা পোষণ করতে হয়।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৪৫৫)

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرْجُو اللّٰهَ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِى مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُو وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক যুবকের কাছে গমন করলেন তখন সে মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী ছিল। জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার কি অনুভব হচ্ছে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাপের জন্য ভয়ও পাচ্ছি এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশাও করছি। তখন তিনি বললেন, এ সময়ে যার অন্তরে ভয় এবং আশা উভয়টি সংমিশ্রিত হবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা তার আশা মতে অনেক করুণা প্রদান করেন এবং তার ভয় থেকে তাকে হেফাযত রাখেন।

(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৮৫)

৪৭. মৃত্যুর সময় কালিমা পড়তে পারা নাজাতের কারণ। প্রত্যেক মুসলিমকে উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করা অপরিহার্য।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তিম কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ সুনান আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৭৩)

৪৮. মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম আসা ঈমানের নিদর্শন।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ.

বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর সময় মু'মিনের কপালে ঘাম দেখা যায়।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৭২৪)

৪৯. জুমার রাতে অথবা জুমার দিনে মৃত্যুবরণ করা কবরের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

(আহমদ তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৫৮)

৫০. শাহাদাতের মৃত্যু ঋণ ছাড়া সকল পাপ মাফ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন শহীদের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হয় কিন্তু ঋণ মাফ করা হয় না। (মুখততাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১০৮৪)

৫১. হঠাৎ মৃত্যু মু'মিনের জন্য রহমত এবং কাফেরদের জন্য শাস্তি।

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ الْفَجْاَةِ اَخْذَةُ اَسِفٍ .

উবায়দুল্লাহ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হঠাৎ মৃত্যু আল্লাহর ক্রোধের পাকড়াও।

(সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৬৭)

বায়হাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে এবং রযীন তার গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে বলেছেন, 'হঠাৎ মৃত্যু কাফেরের জন্য আল্লাহর ক্রোধের পাকড়াও আর ঈমানদারের জন্য রহমতের কারণ হয়ে থাকে।

(মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল জানায়িয)

৫২. অপমৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

عَنْ اَبِى الْيَسَرِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدِّى وَالْهَدْمِ

وَالْغَمِّ وَالْحَرِيْقِ وَالْغَرَقِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا.

আবুল ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দোয়া করার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! বার্ধক্যে মৃত্যু, উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন বস্তু উপরে ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু হয়ে যাওয়া, দুঃখ ও শোকের কারণে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। মৃত্যুর সময় শয়তানের কোন আক্রমণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার পথে সংগ্রাম করার সময় পশ্চাৎ ফিরে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যু থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে কারণে মৃত্যু হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৫১০৫)

৫৩. আত্মহত্যাকারী সব সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِىْ بَطْنِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে ধ্বংস করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সর্বদা এরূপ নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বদা এ অবস্থাতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে

নিজেকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে নিজের হাতে সর্বদা বিষ নিয়ে পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করবে সে জাহান্নামে এই অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

(মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৯৮২)

৫৪. যে ব্যক্তির কাছে অছিয়াতের কিছু বিদ্যমান থাকবে, সে যেন তা লিখে নিজের কাছে রাখে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهٗ شَئٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهٗ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهٗ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন। যদি কোন মুসলিমের কাছে অছিয়ত করার মতো কোন কিছু থাকে তা'হলে তা লেখা ছাড়া তার দুটি রাত না কাটা চাই।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১১৯৪)

৫৫. মৃত্যুর সময় মানুষকে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত বাকি সম্পদের অসিয়াত করে যাওয়া বৈধ নয়।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنْ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهٗ عِنْدَ مَوْتِهٖ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَزَّاَهُمْ اَثْلاَثًا ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً وَقَالَ لَهٗ قَوْلاً شَدِيْدًا.

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি দাসকে আযাদ করে দিয়েছেন। তার কাছে এ সকল গোলাম ছাড়া আর কিছু দিল না। অতএব নবী করীম ﷺ গোলামদের ডাকলেন এবং তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে লটারী

করলেন এবং দুটি গোলাম আযাদ করে বাকি চারজন রেখে দিলেন। আর মুত্যমুখী ব্যক্তিকে শক্ত করে উপদেশ দিলেন।

(আহমদ, নাইলুল আউতার-শাওকানী, কিতাবুল ওয়াছায়া)

৫৬. মৃত্যুর পর মৃতের চোখ বন্ধ করে দেয়া উচিত এবং মৃত ব্যক্তির কাছে ভালো কথা বলা উত্তম।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَاَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَاِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوْحَ وَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلٰى مَا قَالَ اَهْلُ الْبَيْتِ.

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির কাছে হাজির হবে তখন তার চোখ বন্ধ করে দাও। কেননা যখন ফেরেশতাগণ রূহ কবজ করে চলে যান তখন চোখ রূহের পিছনে যায়। আর মৃতের জন্য উত্তম কথা বল, কারণ পরিবারের লোকদের কথার উপর ফেরেশতারা আমীন বলে থাকে।

(আহমদ, সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৯০)

৫৭. কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কাছে বসে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِى فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَجَرَهُ اللّٰهُ فِى مُصِيْبَتِهٖ وَاَخْلَفَ لَهٗ خَيْرًا مِنْهَا.

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোন বান্দা মুসিবতের সময় এই দোয়া পাঠ করে যা আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মা আজুরনী ফি মুছিবতী ওয়া আখলিফ লি খাইরাম মিনহা'- অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই আল্লাহর

দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই মুসিবতে আমাকে প্রতিদান দাও এবং এর থেকে আমাকে উত্তম বিনিময় দান কর।' তাহলে আল্লাহ তাআলা তার মুসিবতে তাকে সাওয়াব দিবেন এবং তাকে উত্তম বদলা দিবেন। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৪৬১)

৫৮. মৃত ব্যক্তিকে চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سُجِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ بُرْدٍ حِبَرَةٍ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন নবী করীম ﷺ এর ওফাত হল, তখন তাঁকে একটি ইয়ামানী চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।

(বুখারী, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৪৫৭)

৫৯. মৃতের ওয়ারিশদের উচিত, তারা যেন অতি সত্তর তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضَى عَنْهُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মু'মিনের রূহ ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণের সাথে লটকে থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা হয়।

(আহমদ, ইবনু মাজাহ, সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৬০)

৬০. মৃত্যুর সংবাদ পৌছানো সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ সে দিনই লোকদের পৌঁছে দিয়েছেন যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে তাশরীফ নিলেন এবং তার তাকবীর বলে জানাযার সালাত আদায় করলেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল জানায়িয)

৬১. মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর কথা আলোচনা করা উত্তম। কিন্তু তার দোষ-ক্রটি চর্চা করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوْءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক মৃত ব্যক্তির দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা হল, তখন তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের মৃতদের শুধুমাত্র উত্তম দিকগুলোই আলোচনা কর।

(সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৮২৭)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃতদের গাল-মন্দ করো না। কেননা তারা যা করেছিল তার দিকে তারা পৌঁছে গেছে। (সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৮২৮)

৬২. শোকের সময় মৃতের জন্য বিলাপ, চিৎকার করে কান্না এবং মাতম করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শোকাবস্থায় চেহারায় আঘাত হানে, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী কথাবার্তা বলে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মুসলিম, সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২১২)

৬৩. যে ঘরে মাতম এবং বিলাপ করার রীতি রয়েছে, সে ঘরে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে বিলাপ থেকে বাধা প্রদান না করে, তাহলে মৃত্যুর পর তার যা বিলাপ করা হবে, সব কিছুর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তি তার জন্য বিলাপ করার অসিয়াত করে যায়, তা হলেও তাকে বিলাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার উপর বিলাপ করা হয়। তার উপর বিলাপের কারণে আযাব পতিত হয়। (মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

ইবনে উমর (রা) বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃতকে তার পরিবারের লোকদের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬৩)

৬৪. মৃত্যুর উপর ধৈর্য ধারণ করলে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। প্রতিদান উপযোগী ধৈর্য হল তাই, যা বালা-মুসিবতের সাথে সাথে করা হয়।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلَى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ .

আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথে সাওয়াবের নিয়তে ধৈর্য অবলম্বন কর, তা'হলে আমি তোমার প্রতিদানের জন্য জান্নাতকেই পছন্দ করব।

(সহীহ সুনান মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৯৮)

৬৫. মৃতব্যক্তিকে চুমু দেয়া বৈধ। মৃতব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কান্না করা বা অশ্রু ঝরানো জায়েয।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ .

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ এর এক মেয়ের দাফনের সময় আমি হাজির ছিলাম। তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছে বসে আছেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। (মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫৩)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর (রা) নবী কারীম ﷺ-কে মৃত্যুর পর চুমা দিলেন।

(সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৯২)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ سَعْدَبْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ : فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ بُكَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَاَنَا فِىْ حُجْرَتِىْ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সাআদ ইবনে মুআয (রা) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও উমর (রা) সেখানে হাজির হলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি আবু বকর এবং উমরের কান্না আলাদাভাবে অনুভব করি। অথচ আমি আমার কামরায় অবস্থান করছিলাম।

(আহমদ, মুনতাকাল আখবার, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৯৩৯)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِى اَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ উসমান ইবনে মাযঊনকে মৃত্যুর পর চুমা দিয়েছিলেন। তখন তিনি কান্না করছিলেন অথবা তাঁর দুচোখ থেকে পানি ঝরছিল।

(সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৮৮)

৬৬. ধৈর্য ধারণ করা জাহান্নামের আগুনে থেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাত লাভের কারণ হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَاَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ .

আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নারীরা নবী কারীম ﷺ কে বললেন : আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করুন। অতঃপর তিনি তাদের নসীহত করলেন এবং বললেন : যে নারীর তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে, তারা সবাই তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে থাকবে। একজন নারী বলল : যদি দুটি সন্তান মারা যায় তখন? তিনি বললেন : দুটি সন্তান মারা গেলে তারাও মহিলাদের জন্য আড়াল হয়ে থাকবে।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ

আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন : রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তারা বলেন : হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ বলেন : তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার বান্দা কি বলেছে : তারা বললেন : আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরি কর এবং 'বাইতুল হামদ' তথা প্রশংসার ঘর নামে তার নামকরণ কর।

(আহমদ, তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮১৪)

৬৭. মু'মিনদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهٗ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ ـ

বারা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন ইব্রাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন : জান্নাতে ইব্রাহীমের জন্য দুগ্ধপানকারিণী রয়েছে। (মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৫)

৬৮. মুশরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বিষয়টি আল্লাহর হাতে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ -

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূল ﷺ কে মুশরিকদের সন্তান প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তারা কি করত তা আল্লাহই একমাত্র ভালো জানেন। (মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৬)

৬৯. মৃত্যুর পরও মু'মিন দম্পতির সম্পর্ক অটল থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِىْ خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : هٰذِهٖ زَوْجَتُكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা জিবরীল (আ) আয়েশা (রা)-এর একটি ছবি সবুজ রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে নবী করীম ﷺ এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন : ইনি হলেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী। (সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩০৪১)

৪. শোক প্রকাশের মাসায়েল

৭০. শোক প্রকাশ করা সুন্নাত।

عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَزّى اَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِى مُصِيْبَتَهِ كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ خَضْرَاءَ يَحْبُرُهَا بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحْبُرُ. قَالَ : يَغْبِطُ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ মুসিবতে শোক প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন সবুজ রংয়ের এমন জোড়া পরাবেন যা দেখে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হবে। (খতীব, ইবনু আসাকির, আহকামুল জানায়েয-আলবানী পৃ. ১৬৩)

৭১. মৃতের ওয়ারিশদের কাছে শোক প্রকাশ করার জন্য সুন্নাত সম্মত দোয়া হল, নিম্নরূপ :

মৃতের জন্য দোয়া করার সময় নিজের জন্যেও দোয়া করা অত্যাবশ্যক। মৃতের কাছে বসে উত্তম কথা বলা জরুরি।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى

الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ -

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আবু সালামার কাছে আগমন করলেন। তখন আবু সালামার চোখ খুলে গিয়েছিল। নবী কারীম ﷺ আবু সালামার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন: যখন জান কবজ করা হয় তখন চোখ তার পিছনে যায়। একথা শুনে ঘরের লোকেরা কান্না আরম্ভ করল, তখন রাসূল ﷺ বলেন, মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে উত্তম কথা বল। কারণ যা তোমরা বলবে তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলে থাকেন। তারপর নবী কারীম ﷺ আবু সালামার জন্য দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। হেদোয়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তাকে উচ্চমর্যাদা এনায়েত কর। তার পূর্বসূরীদেরকে হেফাযত কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের সবাইকে এবং মৃতকে ক্ষমা কর। মৃতের কবরকে প্রশস্ত কর এবং তাকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ কর। (মুসলিম, আহকামুল জানায়েয– আলবানী পৃ. ১২)

৭২. যে কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুকে তিন দিনের চেয়ে বেশি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিনের চেয়ে বেশি শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

নবী কারীম ﷺ এর পবিত্রাত্মা স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর উপর আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশি এবং তার স্বামীর উপর চার মাস দশ দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয নয়। (মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫০)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا اَنْ يَاْتِيَهُمْ اَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ জা'ফরের ইন্তেকালের সময় তিন দিন পর্যন্ত লোকজনকে আসা-যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিন দিন পর নবী করীম ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং বললেন : আজকের পর আমার ভাইয়ের উপর শোক প্রকাশ করা হবে না। (আবু দাউদ, সহীহ সুনান নাসায়ী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৪৮২৩)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لِاُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهٖ وَقَالَتْ نُهِيْنَا اَنْ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ اِلَّا بِزَوْجٍ .

মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উম্মে আতিয়্যাহ (রা)-এর ছেলে ইন্তেকাল করল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি ব্যবহার করলেন এবং বললেন, আমাদেরকে স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

৭৩. যে ঘরে কেউ মারা যায়, সে ঘরে খানা তৈরি করে পৌঁছানো সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضى) قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اصْنَعُوا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ اَوْ اَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন জা'ফর (রা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ আসল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনদের জন্য খানা তৈরি করার আদেশ দিলেন এবং বললেন: এদের উপর এরূপ দুঃখ এসেছে যে, তারা খানা তৈরি করতে পারবে না।

(সহীহ সুনান ইবনু মাজা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৩০৬)

৭৪. শোক প্রকাশের সময় শোক গাঁথা শ্লোক বলা, চিৎকার করা, কাপড় ফাঁটা এবং বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْاَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ـ

আবু মালেক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি কাজ এরূপ রয়েছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করে না। নিজের বংশের গর্ব, অন্যের বংশের সম্পর্কে তিরস্কার করা, নক্ষত্র থেকে বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেছেন, বিলাপকারী মহিলারা মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে শেষ বিচারের দিন তাদেরকে খাঁড়া করে গন্ধকের পায়জামা এবং খুজলীর জামা পরানো হবে। (বুখারী, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৬৩)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوْحَ ـ

উম্মে আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমরা যেন বিলাপ না করি।

(বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬৪)

৭৫. শোক প্রকাশের সময় চুপে চুপে কান্না করা, অশ্রু ঝরানো জায়েয। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে ছোট বড় কোন প্রকারের খাবারের (যিয়াফত) আয়োজন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ (رضى) قَالَ كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

জরীর ইবনে আব্দিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মৃতকে সমাহিত করার পর তার পরিবারে মিলিত হওয়া এবং তথায় খানার আয়োজন করাকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভুক্ত করতাম।

(আহমদ, সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৩০৮)

শোক পালন সম্পর্কিত যে সব কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. শোক পালনের জন্য হাত তুলে দোয়া করা।

২. শোক পালনের জন্য হাত তুলে ফাতেহা করা।

৩. শোক পালনের জন্য যারা আসেন, তাদের পূর্বে থেকে বসে থাকা লোকদেরকে বার বার সম্মিলিতভাবে দোয়ার জন্য অনুরোধ করা।

৪. তিন দিনের অধিক মৃতের ঘরে কিংবা অন্য কোন স্থানে বসার আয়োজন করা।

৫. মৃত্যুর পর প্রথম শবে বরাত বা প্রথম ঈদে নতুনভাবে শোক পালনের ব্যবস্থা করা।

৫. মৃতকে গোসল দেয়ার প্রসঙ্গে মাসায়েল

৭৬. মৃতকে গোসল দেয়ার পূর্বে ভালোভাবে দেখতে হবে, যেন তার পেটে কোন ময়লা থাকলে তা যেন বের হয়ে যায় এবং শরীর ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যায়। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে থেকে কেউ মৃতকে তার কবরে রাখবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ غَسَّلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا وَوَلِّيَ دَفْنَهُ وَاَجْنَانَهُ دُوْنَ النَّاسِ اَرْبَعَةَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْدًا فَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبْنَ نَصَبًا.

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে গোসল দেয়ার সময় শরীর মোবারককে অনুসন্ধান করে দেখেছি কিন্তু কিছু পাইনি। যেরূপ জীবনে তিনি পবিত্র ও পরিষ্কার ছিলেন তদ্রূপ মৃত্যুর পরেও পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন ছিলেন। লোকদের মধ্যে চার জন রাসূল ﷺ-এর পবিত্র শরীর কবরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তারা হলেন : আলী (রা) আব্বাস (রা), ফযল (রা) এবং তার আযাদকৃত দাস ছালেহ (রা) । তাঁরা রাসূল ﷺ কে "লাহাদ' কবরে রাখেন এবং কাচা ইট রেখে দেন।

(হাকেম, আহকামুল জানায়েয পৃ. ১৪৮)

৭৭. মৃতের গোসল অযু দ্বারা শুরু করতে হবে। গোসলের জন্য ব্যবহৃত পানিতে বড়ই পাতা ঢেলে দেয়া সুন্নাত। গোসল বেজোড় (তিন, পাঁচ কিংবা সাত) বার দেয়া উত্তম। শেষ বারের গোসলের জন্য পানিতে কাপূর দেয়া সুন্নাত। মৃত যদি মহিলা হয়, তাহলে গোসলের শেষে মাথার চুলকে তিন ভাগে ভাগ করে খোঁপা করে পিছনে ফেলে দিবে।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ اِبْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ تَعْنِىْ اِزَارَهُ.

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আমরা রাসূল আকরাম ﷺ-এর কন্যা যায়নাব (রা)-কে গোসল দিচ্ছিলাম, তখন রাসূল আকরাম ﷺ এসে বললেন: তিনবার কিংবা পাঁচ বার আর যদি প্রয়োজন মনে কর তার চেয়েও বেশিবার গোসল দাও। আর পানিতে বড়ই পাতা দিয়ে দাও। আর যখন তোমরা গোসল দিয়ে দিবে তখন আমাকে বল। কাজেই গোসল শেষে তারা রাসূল আকরাম ﷺ-কে সংবাদ দিল। রাসূল আকরাম ﷺ নিজের লুঙ্গী তাদেরকে দিয়ে বললেন : এটি তার শরীরে জড়িয়ে দাও। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, তাকে বেজোড় সংখ্যায় তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার গোসল দাও। আর ডান দিক থেকে ওযুর অঙ্গ দ্বারা আরম্ভ কর। উম্মে আতিয়্যাহ বলেন : আমরা গোসলের পরে তাঁর মাথার চুলকে তিনটি খোঁপা করে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছি।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, তাহকীক আলবানী প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৬৩৭)

৭৮. গোসলদাতাকে আল্লাহ তাআ'লা মার্জনা করে দিবেন।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، سَتَرَهُ اللّٰهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ مِنَ السُّنْدُسِ .

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল দিল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাপরাশী গোপন করে রাখবেন। আর যে তাকে কাফন পরাবে আল্লাহ তাকে রেশমী পোশাক পরাবেন। (ত্বাবরানী, সহীহা ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৩৫৩)

৭৯. মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ يَعْنِى الْمَيِّتَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল আদায় করবে। আর তাঁকে কাঁধে উঠানোর পর ওযু করবে। (সহীহ সুনানু তিরমিযি ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৯১)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِىْ غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ اِذَا غَسَلْتُمُوْهُ، فَاِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ اَنْ تَغْسِلُوْا اَيْدِيَكُمْ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম বলেছেন যখন তোমরা কোন মৃতকে গোসল দিবে তখন তোমাদের উপর গোসল আবশ্যক নয়। কারণ মৃত ব্যক্তি নাপাক নয়। কাজেই তোমরা হাত ধুয়ে নিলে হয়ে যাবে। (হাকেম, বায়হাকী, আহ্কামুল জানায়েয, আলবানী, পৃ. ৫৩)

৮০. শহীদের জন্য গোসল নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا.

জাবের (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে দুজনকে এক কাপড়ে জড়িয়ে দিতেন এবং বলতেন : এ দুজনের মধ্যে কে বেশি কুরআন মুখস্ত করেছে। লোকেরা কারো দিকে ইঙ্গিত করে বললে, রাসূল ﷺ তাকেই কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন : শেষ বিচারের দিন আমি এদের শহীদ হওয়ার সাক্ষী দেব। অতঃপর তিনি শহীদদেরকে শক্তসহ সমাহিত করলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং তাদের জন্য জানাযার সালাত পড়েননি। (বুখারী, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, মবীদি, পৃ. ৬৭৬)

৮১. স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিলে মাকরূহ হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِى وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِى رَأْسِى وَأَنَا أَقُوْلُ وَا رَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْمِتِّ قَبْلِى فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বাকী (কবরস্থান) থেকে একটি জানাযা আদায় করে ঘরে ফিরলেন এবং আমাকে সন্ধান করলেন। আমার মাথায় ভীষণ ব্যাথ্যা অনুভব হচ্ছিল আমি বলছিলাম : হায় আমার মাথা! যেন ফেটে যাবে। তিনি বললেন: না। হে আয়েশা! বরং আমি বলছি: হায় আমার মাথা। অতঃপর বললেন: যদি তুমি আমার আগে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমার জন্য সবকিছু আমি নিজেই করব। তোমাকে

গোসল দেব, কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং তোমাকে দাফন করব। (আহমদ, ইবনু মাজা, সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১১৯৮)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে রাসূল ﷺ কে তাঁর স্ত্রীরাই গোসল দিত। (সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১১৯৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ حِيْنَ تُوُفِّىَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَاَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنِّىْ صَائِمَةٌ وَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوْا لَا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর সিদ্দীক (রা) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাঁকে গোসল দিলেন। তারপর উপস্থিত মুহাজির সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রোযা রেখেছি আর আজকে তো খুব বেশি ঠাণ্ডার দিন। আমাকে কি গোসল করতে হবে? তারা বললেন, না।

(মুওয়াত্ত্বা মালেক, কিতাবুল জানায়িয, মৃতের গোসল অধ্যায়)

৮২. মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সতর দেখবে না এবং কোন নারী অন্য নারীর সতর দেখবে না। (মুসলিম, কিতাবুল গোসল, নারী-পুরুষের সতর দেখা নিষিদ্ধ অধ্যায়)

৬. কাফনের প্রসঙ্গে মাসায়েল

৮৩. জীবদ্দশায় মৃতের যে অভিভাবক ছিল, দাফন তৈরি করা তারই দায়িত্ব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উত্তম কাপড় দ্বারা কাফন তৈরি করবে।

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلِیَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهٗ .

আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃতের অভিভাবক যেন তার মৃত ভাইয়ের কাফন ভালো করে দেয়।

(তিরমিযী, সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১২০২)

৮৪. কোন মুখাপেক্ষী ও অসহায় মৃতের কাফনের ব্যবস্থাকারীকে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন সুন্দুস এর পোশাক পরাবেন। পুরুষদেরকে তিনটি কাফড়ে দাফন দেয়া সুন্নাত। কাফনের জন্য সাদা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-কে তিনটি সাদা ইয়ামানী চাদর দ্বারা কাফন করানো হয়েছে। যা 'সাহুল' নামক স্থানে রুই দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। যাতে কামীছও ছিল না এবং পাগড়ীও ছিল না।

(বুখারী, মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হাদীস নং-৬৭৩)

৮৫. মহিলাদের কাফনে পাঁচটি কাপড় ব্যবহার করা হয়।

وَقَالَ الْحَسَنُ اَلْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.

হাসান বছরী (রা) বলেন: মহিলাদের কাফনে পঞ্চম কাপড় হল, যা কামীছের নিচে থাকে। তা দ্বারা মহিলাদের সতর এবং উরু ঢেকে দেয়া হয়। (বুখারী, মুত্তাকাল আখবার, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৮০৪)

৮৬. শহীদের জন্য কাফনও নেই গোসলও নেই। বরং যে অবস্থাতে শহীদ হয়েছেন সেই অবস্থাতেই এবং পরিহিত সেই কাপড়েই তাকে সমাহিত করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ شُهَدَاءَ اُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ওহুদের যুদ্ধে শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে রক্তসহ সমাহিত করা হয়েছে এবং তাদের উপর জানাযার সালাতও পড়া হয়নি।

(সহীহ সুনানু আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৮৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ واللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : সেই স্বত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে যাকে আল্লাহর পথে আঘাত দেয়া হবে, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, কাকে তাঁর পথে

আঘাত দেয়া হয়েছে– শেষ বিচারের দিন যখন উপনীত হবে তখন তার আঘাত থেকে তাজা রক্ত বের হবে এবং তার শরীর থেকে মিশকের সুগন্ধি বের হবে। (মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২৩১)

৮৭. মৃতের সংখ্যা বেশি এবং কাফন কম হলে এক কাফনে একাধিক মৃত দাফন করা যায়।

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ قُتِلَ اَبِىْ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ওহুদের দিন বলেছিলেন : কবরকে গভীর, প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি কর এবং এক কবরে দুজন তিনজন করে সমাহিত কর। যার কাছে কুরআন মজীদ বেশি মুখস্থ রয়েছে, তাকে প্রথমে কবরে রাখ। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৭০৩)

৮৮. ইহরাম পরিহিত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তাকে ইহরামের কাপড়েই সমাহিত করতে হবে। মুহরিম তথা ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি এবং শহীদ ব্যতীত অন্য সকল মৃতকে গোসল এবং কাফন পরানোর পর সুগন্ধি লাগানো জায়েয।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِى ثَوْبَيْهِ الَّذَيْنِ اَحْرَمَ فِيْهِمَا وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুহরিম (ইবরাম পরিহিত ব্যক্তি)-কে তার সেই দুই কাপড়েই কাফন পরাতে হবে, যাতে সে ইহরাম পরিধান করেছে এবং তাকে বড়ই পাতা দ্বারা ঝাল দেয়া পানিতে গোসল দিবে এবং ইহরামের দুই কাপড়েই

কাফন পরাবে। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কারণ শেষ বিচারের দিন তাকে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় উঠানো হবে।

(সহীহ নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৭৯৬)

৮৯. কোন নবী, অলী কিংবা বুযুর্গ ব্যক্তির পোশাকের কাফন মৃতকে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ اَبُوْهُ فَقَالَ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهٗ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهٗ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتُمْ فَاٰذِنُوْنِىْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّىَ جَذَبَهٗ عُمَرُ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْنَهَى اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ) فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রা)-এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করল, তখন তিনি রাসূল করীম ﷺ এর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, আপনার কামীছটা আমাকে দেন তাতে আমি আমার পিতাকে কাফন করাব। আপনি তার জন্য দোয়া করেন এবং তার জানাযার সালাত পড়ান। রাসূল ﷺ তাকে কামীছ দান করলেন এবং বললেন, যখন তোমরা প্রস্তুত হবে তখন আমাকে সংবাদ দিও। তারপর যখন তিনি জানাযা পড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে বারণ করেছেন। তখন রাসূল করীম ﷺ বললেন, আমাকে দুটি বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আমার ইচ্ছা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করব অথবা করব না। (সুতরাং আমি জানাযার সালাত আদায় করতে চাই) তারপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই

আয়াত অবতীর্ণ করলেন, 'আপনি তাদের কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়বেন না এবং তাদের কবরে দাঁড়াবেন না'। তখন থেকে রাসূল করীম ﷺ তাদের জানাযা পড়া থেকে বিরত রইলেন।

(সহীহ তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৪৭৪)

১০. কাফন তৈরি, কবর খনন এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক মৃতের সম্পদ থেকে আদায় করা জায়েয। তারপর তার ঋণ আদায় করা চাই। তারপর তার অসিয়্যাত পূর্ণ করা চাই।

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ اَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغُسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

ইব্রাহীম (র) বলেন, (মৃতের সম্পদ থেকে) সর্বপ্রথম তার কাফনের ব্যবস্থা করবে। তারপর ঋণ আদায় করবে। তারপর তার অসিয়্যত পূর্ণ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, কবর খনন করা এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক কাফনের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

কাফন সম্পর্কিত যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. কাফনের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা তায়্যিবা, আহাদনামা, কুরআনের কোন আয়াত কিংবা আহলে বাইতের কারো নাম ইত্যাদি লেখা।

২. আলাদা কাপড়ের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা তায়্যিবা, আহাদনামা, কুরআনের কোন আয়াত কিংবা আহলে বাইতের কারো নাম ইত্যাদি লিখে মৃতের বক্ষের উপর রাখা।

৩. যমযমের পানি দ্বারা কাফনের কাপড় ধৌত করা।

৪. বুযুর্গ ব্যক্তির পোশাক দিয়ে কাফন তৈরি করা।

৫. উল্লেখিত যে কোন একটি নিয়মের উপর আমল করলে শাস্তি কম হবে বলে মনে করা বা আকীদা পোষণ করা।

৬. ছোট বাচ্চাদেরকে কাফনের পরিবর্তে নতুন কাপড় পরানোর পর তার মধ্যে সমাহিত করা।

৭. বর-কনের এক সাথে মৃত্যু হলে তাদেরকে কাফনের পরিবর্তে শাদীর জোড়ায় কিংবা মাথায় টোপর পরিয়ে সমাহিত করা।

৭. জানাযার সম্পর্কে মাসায়েল

৯১. জানাযা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ يَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জানাযাকে যথাশীঘ্র নিয়ে যাও। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তাহলে তাকে ভালোর দিকে অগ্রগামী করলে। আর যদি পাপী হয়, তাহলে তোমাদের কাঁধ থেকে একটি খারাপের বোঝা রেখে দিলে।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬৯)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন জানাযা রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে কাঁধে বহন করে নেয়, তখন যদি ভালো হয়, তাহলে বলে : 'আমাকে যথাশীঘ্র পৌঁছিয়ে দাও। আর যদি ভালো না হয়, তাহলে বলে : 'হায় আফসোস!

এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী তার শব্দ শুনতে পায়। যদি মানুষ শুনত তাহলে বেঁহুশ হয়ে যেত।

(মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬৮)

৯২. জানাযার সাথে সাথে যাওয়া এক মুসলিমের উপর অন্যের অধিকার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক মুসলিমের উপর অন্যের অধিকার রয়েছে পাঁচটি। সালামের উত্তর দেয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সালাতে শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। (বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে', হাদীস নং-৩১৪৫)

৯৩. মহিলাদের জন্য জানাযার সাথে না যাওয়া উত্তম।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ نُهِيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পিছনে যেতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তাকিদ করা হয়নি।

(মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, হাদীস নং-৬৪৯)

৯৪. যে জানাযার সাথে অবৈধ কোন বস্তু থাকে, তার সাথে যাওয়া নিষিদ্ধ। জানাযার সাথে সুগন্ধি বা আগুন নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। জানাযার সাথে উচ্চস্বরে কালিমা তায়্যিবার যিকির করা অথবা কুরআনের আয়াত পাঠ করা নিষিদ্ধ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ .

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ সেই জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করেছেন যার সাথে বিলাপকারী ও শোক পালনকারী কোন মহিলা থাকে।

(আহমদ, ইবনু মাজা, আহকামুল জানায়িয, হাদীস নং-৭০)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জানাযার সাথে আগুন এবং উঁচু স্বর যেন না নেয়া হয়।

(আহমদ, আবু দাউদ, আহকামুল জানায়িয, পৃঃ নং-৭০)

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ (رضى) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُوْنَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ.

কাইস ইবনে আব্বাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সাহাবীগণ জানাযার সাথে উঁচু স্বর করা অপছন্দ করতেন।

(বায়হাকী, আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ৭০-৭১)

৯৫. জানাযার সাথে যাওয়ার সময় সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে চলতে পারে। তবে পিছনে চলা উত্তম। জানাযার সাথে সাওয়ারীর উপর আরোহন করে যাওয়া যায়। কিন্তু আরোহীকে জানাযার পিছনে চলা চাই।

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِى يَمْشِىْ خَلْفَهَا وَاَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا.

মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আরোহনকারী জানাযার পিছনে থাকবে। আর পায়ে হেটে অংশ গ্রহণকারীরা জানাযার কাছে থেকে তার আগে, পিছে, ডানে ও বামে চলতে পারে। (আবু দাউদ, সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭২৩)

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَشْىَ خَلْفَهَا اَفْضَلُ مِنَ الْمَشِىْ اَمَامَهَا.

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার আগে যাওয়ার চেয়ে তার পিছনে চলা অধিক শ্রেয়। (আহমদ, বায়হাকী, আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ৭৪)

৯৬. যতক্ষণ জানাযা যমিনের উপর রাখা হবে না, ততক্ষণ বসা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে, সে ততক্ষণ বসবে না যতক্ষণ জানাযাকে নিচে রাখা হবে না।

(মুসলিম, বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

৯৭. জানাযা বহন করার পর অযু করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ يَعْنِى الْمَيِّتَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল আদায় করবে। আর তাঁকে কাঁধে উঠানোর পর ওযু করবে। (সহীহ সুনানু তিরমিযি ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৯১)

জানাযা সংলগ্ন যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই

১. জানাযার উপর ফুল অর্পণ করা অথবা সাজ-সজ্জার কোন বস্তু রাখা।

২. জানাযার উপর বিভিন্ন নকশা দ্বারা সজ্জিত চাদর রাখা।

৩. সবুজ রঙের চাদরের উপর কালিমা তায়্যিবা অথবা কুরআনের কোন আয়াত লিখে জানাযার উপর রেখে দেয়া।

৪. ঘর থেকে জানাযা বের করার সময় গুরুত্ব সহকারে সদকা-খায়রাত করা।

৫. জানাযাকে নিয়ে বুযুর্গ ব্যক্তির কবর তাওয়াফ করানো।

৬. নেককার লোকের জানাযা ভারী হয় এবং পাপীর জানাযা হালকা হয় বলে আক্বীদা পোষণ করা।

৭. জানাযাকে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঘরে কুরআনের আড়াই পারা তেলাওয়াত করা।

৮. জানাযার নামাযের মাসায়েল

৯৮. জানাযার সালাত আদায়ের ফযীলত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهٗ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهٗ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

আবু হুরারায় (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় অংশগ্রহণ এবং সালাত আদায় করবে সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাজির থাকবে সে দুই কীরাত পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুই কীরাত অর্থ কী? উত্তরে বললেন, দুই কীরাত অর্থ বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান সাওয়াব লাভ করবে। (কিতাবুল জানায়েয)

৯৯. জানাযার সালাতে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর রয়েছে, রুকু-সিজদাহ নেই। গায়েবী জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন সে ইন্তেকাল করেছেন। তারপর সাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে তাশরীফ করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে কাতারবন্দি করলেন এবং চারটি তাকবীর বলে জানাযার সালাত আদায় করলেন।

(বুখারী, মুখতাছার সহীহ বুখারী, যবীদি, হাদীস নং-৬৩৮)

১০০. প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

(তিরমিযী, সহীহ সুনানি আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৫)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

ত্বালহা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, তারপর বললেন, স্মরণ রাখ, এটি সুন্নাত।

(মুখতাছারু সহীহ, বুখারী, যবীদি, হাদীস নং-৬৭৩)

১০১. প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম করা সুন্নাত। জানাযার সালাতে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে কিরাআত পড়া জায়েয। সূরা ফাতিহার পর কুরআন মাজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোও জায়েয।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتّٰى اَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَسَاَلْتُهٗ قَالَ اِنَّمَا جَهَرْتُ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি তিনি সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চঃস্বরে পড়েছেন যা আমরাও শুনেছি। যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, তখন আমি তাঁর হাত ধরে কিরাত প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি উচ্চঃস্বরে এজন্যই কিরাত পাঠ করেছি যেন তোমরা অবগত হও যে, এটি সুন্নাত।

(বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, আহকামুল জানায়িয-শায়খ আলবানী, পৃঃ ১১৯)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى سَرًّا فِىْ نَفْسِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَاُ فِىْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِىْ نَفْسِهٖ.

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, জানাযার সালাতে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পেশ করা, তৃতীয় তাকবীরের পর ইখলাসের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, উচ্চঃস্বরে কিছু না পড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

(শাফিঈ, মুসনাদুশ শাফিঈ- ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৮১)

১০২. দরূদের পর তৃতীয় তাকবীরে নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পড়া জরুরি।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাতে এই দোয়া আদায় করতেন, হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে মাফ করো। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত কর না এবং মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাহ– ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৭, মিশকাত- হাদীস নং-১৫৮৫)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ

الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

'আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক জানাযার সালাত আদায় করছিলেন, তাতে যে দোয়াটি পড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দোয়া হল এই, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ, তাকে ক্ষমা কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান কর, তার এই পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান কর এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে ক্ববরের আযাব এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দাও। আওফ (রা) বলেন, এ দোয়া শুনে আমার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত ব্যক্তি। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, পৃঃ ৪৭৭)

১০৩. ছোট শিশুর জানাযার সালাতে নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়া সুন্নাত।

صَلَّى الْحَسَنُ (رضى) عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

হাসান (রা) এক শিশুর জানাযার সালাত আদায় করেছেন তথায় তিনি সূরা ফাতিহার পর এই দোয়া পড়েছেন, হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সাওয়াবের উসিলা বানাও। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

১০৪. জানাযার সালাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথার বরাবর এবং মহিলাদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো উচিত। জানাযার সালাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মহিলাদের বক্ষের বরাবর দাঁড়ানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِى غَالِبٍ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضى) صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ اُخْرٰى بِامْرَاَةٍ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطَ السَّرِيْرِ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْاَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْاَةِ قَالَ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ احْفَظُوْا.

গালিব (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের সামনে একদা আনাস (রা) এক পুরুষের জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাঁড়ালেন, তারপর আর একটি মহিলার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে তখন 'আলা ইবনে যিয়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের জায়গা পরিবর্তনের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হামযাহ! রাসূল ﷺ ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় এভাবে দাঁড়াতেন? আনাস (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এনভাবে দাঁড়াতেন, মনে রাখুন।

(আহমদ, আবু দাউদ, সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাহ– ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৪)

১০৫. জানাযার সালাতের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠানো চাই।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى جَمِيْعِ تَكْبِيْرَاتِ الْجَنَازَةِ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত তিনি জানাযার সালাতের সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন। (বুখারী-তা'লীক)

১০৬. জানাযার সালাতে উভয় হাত বক্ষে বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاوُسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ.

ত্বাউস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে ডান হাতকে বাম হতের উপর রেখে শক্তভাবে বক্ষে বাঁধতেন।

(সহীহ সুনানি আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৮৭)

১০৭. জানাযার সালাত এক সালাম দিয়ে শেষ করাও জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً.

আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার সালাত আদায় করলেন।

(দারাকুতনী, হাকিম, আহকামুল জানায়িয-শায়খ আলবানী, পৃঃ ১২৮)

১০৮. লোকজন সংখ্যা দেখে কম-বেশি কাতার বানাতে হবে। জানাযার সালাতের জন্য কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوْفٌ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন, চল তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করি। জাবের (রা) বলেন, আমরা কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

১০৯. যে তাওহীদবাদী মুত্তাকী ব্যক্তির জানাযার চল্লিশ জন তাওহীদবাদী ও নেককার লোক অংশগ্রহণ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। মাসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয। মহিলারা মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করতে পারে।

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَتْ ادْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاَخِيْهِ.

আবু সালামাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন, জানাযা মাসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন পড়তে পারি। লোকজন তা খারাপ মনে করলেন তখন আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বয়দা'-এর দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মাসজিদে পড়েছেন। (মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৩)

১১০. ক্ববরস্থানে জানাযা পড়া নিষিদ্ধ।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُصَلِّىَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কবরস্থানে জানাযার সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। (তাবারানী, আহকামুল জানায়িয-শায়খ আলবানী : পৃঃ ১০৮)

১১১. কবরস্থান থেকে পৃথক কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয। লাশ সমাহিত করার পর কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ انْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নতুন কবর দিয়ে গমন করলেন এবং সে কবরের উপর সালাত আদায় করলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ (রা)ও তাঁর পিছনে সারি বেঁধে সালাত আদায় করলেন। রাসূল ﷺ সে জানাযার সালাতে চার তাকবীর বললেন।

(বুখারী, মুসলিম, মুনতাকাল আখবার, হাদীস নং-১৮২৬)

১১২. একাধিক লাশের উপর একবার সালাত আদায়ও জায়েয। একাধিক লাশের মধ্যে মহিলা-পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার কিবলার দিকে করা চাই।

عَنْ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَاَبَا هُرَيْرَةَ (رضى) كَانُوا يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِيْنَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُوْنَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِى الْاِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ.

ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত। উসমান, ইবনু উমার ও আবূ হুরায়রা (রা) মহিলা-পুরুষদের উপর একত্রে জানাযার সালাত আদায় করতেন। পুরুষদেরকে ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কিবলার দিকে করে রাখতেন। (মুওয়াত্ত্বা মালিক- পৃঃ ১৫৩)

১১৩. শহীদের জানাযার সালাত বিলম্বে পড়া যেতে পারে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَلَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উহুদের শহীদদের মধ্যে দুজনকে এক কাপড়ে জড়িয়ে দিতেন এবং বলতেন : এ দুজনের মধ্যে কে বেশি কুরআন হেফজ করেছে। লোকেরা কারো ইশারা করে বলল, রাসূল ﷺ তাকেই কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন এবং শেষ বিচারের দিন আমি এদেরকে শহীদ হওয়ার স্বাক্ষী দেব। অতপর তিনি শহীদদেরকে রক্তসহ সমাহিত করলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি। এবং তাদের জন্য জানাযার সালাতও আদায় করেননি।

(মুখতাছারু সহীহ বুখারী, যবীদি, পৃ. ৬৭৬)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ .

উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ কোন একদিন ভ্রমণে বের হলেন এবং উহুদবাসীদের উপর সেভাবে সালাত পড়লেন যেভাবে তিনি মৃতের উপর সালাত আদায় করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

১১৪. নবী করীম ﷺ আত্মহত্যাকারীর জানাযার সালাত পড়েননি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ـ

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যে কেঁচী দ্বারা আত্মহত্যা করেছে। তিনি তার জানাযা পড়ালেন না।

(আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮০)

১১৫. নবী করীম ﷺ-এর জানাযার সালাত প্রথমে পুরুষেরা, তারপর মহিলারা, তারপর বাচ্চারা ইমাম ব্যতীত পড়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ دَخَلَ النَّاسُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَا لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا النِّسَاءَ

حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ .

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূল ﷺ এর উপর জানাযা পড়ার জন্য আলাদা আলাদা হিসেবে প্রবেশ করল এবং জানাযা আদায় করল। যখন তারা পৃথক হল, তখন মহিলাদেরকে প্রবেশ করানো হল। যখন তারাও পৃথক হল, তখন বাচ্চাদেরকে প্রবেশ করানো হল। নবী করীম ﷺ এর জানাযার সালাতে কেউ ইমামতি করেননি।

(ইবনে মাজাহ, মুনতাকাল আখবার, হাদীস নং-১৮১০)

১১৬. তিনটি সময়ে জানাযার সালাত পড়া নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) يَقُوْلُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময়ে নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সালাত পড়া এবং মৃতকে সমাহিত করা থেকে বারণ করতেন। ১. যখন সূর্য উদয় হয়। ২. যখন সূর্য স্থির হয়। ৩. যখন সূর্য অস্ত যায়। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২১৯)

জানাযার সালাতের পূর্বে আযান দেয়া কিংবা ইকামত বলা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই। জানাযার সালাত পড়ার পর কাতারের বসে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

৯. দাফনের মাসায়েল

১১৭. জানাযার সালাতের পর দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ফযীলত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

আবু হুরারায় (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় অংশগ্রহণ এবং সালাত আদায় করবে সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাজির থাকবে সে দুই কীরাত পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুই কীরাত অর্থ কী? উত্তরে বললেন, দুই কীরাত অর্থ বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান সাওয়াব লাভ করবে। (কিতাবুল জানায়েয)

১১৮. লাহাদ (অর্থাৎ এক পাশ খনন করে কবর তৈরি করা) নিয়মে কবর তৈরি করা উত্তম কবরে কাঁচা ইট ব্যবহার করা জায়েয।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُوا لِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

আমের ইবনে সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মৃত্যুর অসুস্থতায় আমাকে বলেছিলেন যে, আমার

জন্য লাহাদ কবর বানাও এবং কাঁচা ইট ব্যবহার কর। যেরূপ নবী করীম ﷺ এর জন্য লাহাদ কবর তৈরি করা হয়েছিল এবং তাঁর কবরে কাঁচা ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৩)

১১৯. কবর প্রশস্ত, গভীর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে এক কবরে একাধিক লাশ সমাহিত করতে পারবে।

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ قُتِلَ اَبِىْ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ওহুদের দিন বলেছিলেন : কবরকে গভীর, প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি কর এবং এক কবরে দুজন তিনজন করে সমাহিত কর। যার কাছে কুরআন মজীদ বেশি মুখস্থ রয়েছে, তাকে প্রথমে কবরে রাখ। (আহমদ, তিরযিমী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৭০৩)

১২০. লাশকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ اِسْحَقَ قَالَ اَوْصَى الْحَارِثُ اَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ الْقَبْرِ وَقَالَ هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ .

আবু ইসহাক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারেছ (রা) অসিয়ত করেছেন যেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তিনি তাঁর জানাযার সালাত পড়ালেন। তারপর পায়ের দিক দিয়ে তাঁকে কবরে রাখলেন এবং বললেন, এটিই হলো সুন্নাত। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৫০)

১২১. অতি নিকটাত্মীয় কাউকে কবরে নামা উচিত।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ غَسَّلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا وَوَلِّىَ دَفْنَهُ وَاَجْنَانَهُ دُوْنَ النَّاسِ اَرْبَعَةَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْدًا فَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبْنَ نَصَبًا.

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে গোসল দেয়ার সময় শরীর মোবারককে অনুসন্ধান করে দেখেছি কিন্তু কিছু পাইনি। যেরূপ জীবনে তিনি পবিত্র ও পরিষ্কার ছিলেন তদ্রূপ মৃত্যুর পরেও পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন ছিলেন। লোকদের মধ্যে চার জন রাসূল ﷺ-এর পবিত্র শরীর কবরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তারা হলেন : আলী (রা) আব্বাস (রা), ফযল (রা) এবং তার আযাদকৃত দাস ছালেহ (রা) । তাঁরা রাসূল ﷺ কে "লাহাদ' কবরে রাখেন এবং কাচা ইট রেখে দেন।

(হাকেম, আহকামুল জানায়েয পৃ. ১৪৮)

১২২. স্বামী তার স্ত্রীর লাশ কবরে রাখতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِىْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِىْ رَاْسِىْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَا رَاْسَاهُ فَقَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَاْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْمِتِّ قَبْلِىْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বাকী (কবরস্থান) থেকে একটি জানাযা আদায় করে ঘরে ফিরলেন এবং আমাকে সন্ধান করলেন। আমার মাথায় ভীষণ ব্যাথ্যা অনুভব হচ্ছিল আমি বলছিলাম : হায় আমার মাথা! যেন ফেটে যাবে। তিনি বললেন: না। হে আয়েশা! বরং আমি বলছি: হায় আমার মাথা। অতঃপর বললেন: যদি তুমি আমার আগে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমার জন্য সবকিছু আমি নিজেই করব। তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং তোমাকে দাফন করব। (আহমদ, ইবনু মাজা, সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১১৯৮)

১২৩. কবরে লাশ রাখার সময় এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখতেন তখন এই দোয়া বলতেন, "বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ এর মিল্লাত তথা তরীকা ও পদ্ধতির উপর আমি একে কবরে রাখছি। অন্য এক বর্ণনায় 'মিল্লাত' শব্দের পরিবর্তে 'সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ' শব্দ রয়েছে। (আহমদ, তিরমিযী, সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৬০)

১২৪. কবরে তিন মুষ্টি মাটি ফেলা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ ثُمَّ اَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَاْسِهٖ ثَلَاثًا .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এক মৃতের জানাযার সালাত আদায় করে তার কবরে আগমন করলেন এবং মাথার দিক থেকে তিন মুষ্টি মাটি কবরে দিলেন।

(সহীহ সুনান ইবনু মাজা হাদীস নং-১২৭১)

১২৫. কবরের ধরন উটের কুজের মতো হওয়া দরকার।

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَارِ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ رَاٰى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ مُسَنَّمًا .

সুফিয়ান আত্ তাম্মার (রা) বলেন। যে, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর কবরকে দেখেছেন উটের কুঁজের মতো।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, নবী ﷺ-এর কবর অধ্যায়)

১২৬. জমি থেকে কবরের উচ্চতা এক বিঘতের বেশি না হওয়া দরকার।

عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّهْ اكْشِفِىْ لِىْ عَنْ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِىْ عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُوْرٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَّلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ .

কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট হাজির হলাম এবং বললাম : আম্মাজান! আমাকে রাসূলে করীম ﷺ আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর (রা)-এর কবর দেখান। তিনি আমাকে তিনটি কবর দেখালেন। কবরগুলো বেশি উঁচুও ছিল না এবং যমীনের সমানও ছিল না। আর আশে-পাশে কিছু লাল কঙ্কর পতিত ছিল।

(আবু দাউদ, হাকেম, আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৪)

عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِبْرًا اَوْ نَحْوَ شِبْرٍ.

সালেহ ইবনে আবি সালিহ (রা) বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর কবরকে বিগত সমান উঁচু দেখেছি। (আবু দাউদ, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ১৫৪)

عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا وَّلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ .

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজের নির্দেশ দিব না। যার আদেশ আমাকে রাসূলে করীম ﷺ দিয়েছেন। তাহলে প্রত্যেক ভাস্কর্যকে যেন ধ্বংস করে দেই এবং প্রত্যেক উঁচু কবরকে সমান করে দেই।

(আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৮)

১২৭. কবরকে উঁচু করা, পাকা করা অথবা কবরের উপর মাজার স্থাপন করা নাজায়েয। কবরের উপর নাম, মৃত্যু তারিখ অথবা অন্য কোন কিছু লেখা বৈধ নয়।

اعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ اَوْ يُجَصَّصَ عَلَيْهِ .

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কবর নির্মাণ করতে, তা উঁচু করতে এবং তা পাকা করতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ সুনান নাসায়ী, হাদীস নং-৯১৬)

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ .

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কবরকে পাকা করা, কবরে বসা এবং কবরে ঘর নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَاَ ـ

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কবরকে পাকা করা, কবরে লেখা, কবরে ঘর নির্মাণ করা এবং কবরকে অসম্মান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৮৪১)

১২৮. কবরের উপর নিদর্শনস্বরূপ পাথর ইত্যাদি রাখা জায়েয।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ ـ

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ উসমান ইবনে মাযউন এর কবরের উপর নিদর্শন হিসেবে একটি পাথর রেখেছিলেন।

(সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ হাদীস নং-১২৬৭)

১২৯. কবর তৈরি করার পর পানি ছিটানো জায়েয।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ رَشَّ عَلٰى قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ الْمَاءَ رَشًّا قَالَ وَكَانَ الَّذِىْ رَشَّ الْمَاءَ عَلٰى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رِبَاحٍ بِقُرْبَةٍ بَدَاَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى رِجْلَيْهِ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর কবরে পানি ছিটানো হয়েছে আর যিনি পানি ছিটালেন তিনি হলেন বেলাল ইবনে রাবাহ (রা)। তিনি একটি 'মশকে' করে মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়েছেন। (বায়হাকী, মিশকাত, প্রথম খণ্ড হাদীস নং-১৭১০)

১৩০. রাতের দাফন করা জায়েয। দাফনের পরেও জানাযার সালাত আদায় করা যায়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ .

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তিকে রাত্রে দাফন করার পর নবী করীম ﷺ তার জানাযার সালাত পড়েছেন।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, রাত্রে দাফন অধ্যায়)

১৩১. তিনটি সময়ে জানাযার সালাত পড়া এবং লাশ সমাহিত করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ (رضى) يَقُوْلُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময়ে নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সালাত পড়া এবং মৃতকে সমাহিত করা থেকে বারণ করতেন। ১. যখন সূর্য উদয় হয়। ২. যখন সূর্য স্থির হয়। ৩. যখন সূর্য অস্ত যায়। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২১৯)

১৩২. দাফনের সময় কোন আলেমকে মানুষের পাশে বসে তাদেরকে আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা শিক্ষা দেয়া দরকার।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا

يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّمَا عَلٰى رُءُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِىْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا.

বারা ইবনে আযির (রা) বলেন, আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানাযার জন্য নবী কারীম ﷺ এর সাথে কবর পর্যন্ত উপস্থিত হলাম। মৃত ব্যক্তিকে এখনো সমাহিত করা হয়নি। রাসূলে করীম ﷺ বসে পড়লেন আমরাও তাঁর সাথে বসলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ-এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল। যা দ্বারা তিনি মাটিতে দাগ দিচ্ছিলেন। নবী করীম ﷺ মাথা মোবারক উপরে উত্তালন করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৬)

১৩৩. দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্নোত্তর করা হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ اَوْ قَالَ اَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُهُ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ

اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ
الْتَئِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا اَضْلَاعُهُ
فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (রা) ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করা হয়। তখন তার কাছে দু'জন কালো এবং নীল রঙের ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের থেকে একজনের নাম হল মুনকার, আর একজনের নাম হল নাকীর। তাঁরা বলেন, তুমি এই ব্যক্তি ﷺ এর সম্পর্কে কি বলতে? সে তাই বলবে যা পৃথিবীতে বলত। অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। উভয় ফেরেশতা উত্তরে বলবে, আমরা জানতাম যে তুমি এই উত্তর দিবে। তারপর তার কবরকে ৭০ হাত প্রশস্ত করে দেয়া হবে এবং আলোকিত করে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে 'ঘুমাও'। সে বলবে, আমি নিজের পরিবারে প্রত্যাবর্তন করে নিজের ক্ষমার কথা বলে আসতে চাই।

ফেরেশতাগণ বলবেন, (এটা তো অসম্ভব তবে তুমি) নব বধূর মতো শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়। যাকে তার প্রিয়জন ব্যতীত অন্য কেউ জাগ্রত করবে না। সুতরাং সে ঘুমাবে। পরে আল্লাহ তাআলা তাকে কবর থেকে উঠাবেন। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তখন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে 'মুহাম্মদ' ﷺ সম্পর্কে মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। উভয় ফেরেশতা বলবেন, আমাদের জানা ছিল যে তুমি এটাই বলবে, তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে সংকুচিত হয়ে যাও। তখন যমীন সংকুচিত হয়ে যাবে। তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। মুনাফিক নিজ কবরে শেষ বিচার পর্যন্ত এরূপ আযাবে থাকবে। পরে আল্লাহ তাআলা তাকেও উঠাবেন।

(সিহীহ সুনান তিরমিযী, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৮৫৬)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِىْ قَبْرِهِ اُتِىَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَالِكَ فَذَالِكَ قَوْلُهٗ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔

বারা ইবনে আযির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মু'মিনকে কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তখন মু'মিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এটিই হল আল্লাহ তাআ'লার সেই কথার অর্থ যাতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তাআ'লা ঈমানদারকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত কথা (কালেমায়ে তাওহীদ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (মুখতাছারু সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৬৮৮)

১৩৪. দাফনের পর কবরে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য প্রশ্নোত্তর স্থির থাকার দোয়া করা চাই।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُا لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهٗ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهٗ الْاٰنَ يُسْاَلُ.

উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ যখন মৃতকে দাফন করে পৃথক হতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন : তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ় থাকার দোয়া কর। কারণ তাকে এখনই প্রশ্ন করা হচ্ছে।

(সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭০৮)

১৩৫. কবরে আযাব তথা শাস্তি সত্য। কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নাত।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً.

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন খুৎবা প্রদান করার জন্য দাঁড়ালেন তখন কবরের ফিতনার কথা বললেন যাতে মানুষকে কবরে পতিত করা হবে। যখন এই ফিতনার কথা বললেন, তখন মুসলমানগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

(মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, অধিকাংশ কবরের আযাব হবে পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে। (আহমদ, সহীহ তারগীব, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৫৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ، الدَّجَّالِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ দোয়া করার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। (মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَاَى نَاسًا كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَى فَاَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلَّا تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةَ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ فَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَاَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبُّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِىَ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدُّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَلاَ اَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِىَ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَلْتَقِىَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِهِ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضَى بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ সালাতের জন্য বেড়িয়ে পড়লেন তখন লোকদের দেখলেন তারা যেন হাসছেন। তখন বললেন, সাবধান! যদি তোমরা স্বাদ-প্রস্বাদকে নষ্টকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করতে তাহলে এভাবে হাসতে পারতে না। স্বাদ নষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। মনে রাখ, কবর প্রতিদিন আহ্বান করতে থাকে যে, আমি অপরিচিত ঘর, আমি একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। যখন মু'মিন ব্যক্তিকে সমাহিত করা হয়, তখন কবর বলে : তোমাকে স্বাগতম। আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমি আমার কাছে প্রিয়পাত্র ছিলে।

আজকে যখন তোমাকে অসহায় করে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হল তখন তুমি আমার ভালো ব্যবহার অবলোকন করতে পারবে। কাজেই কবর সেই ব্যক্তির জন্য চোখের সীমা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে যায়। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যখন কোন কাফের অথবা ফাসেককে সমাহিত করা হয় তখন কবর বলে : তোমার জন্য কোন স্বাগতম নেই। আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমি আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় ব্যক্তি। আজকে যখন তোমাকে অসহায় করে আমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে আমি তোমার কি হাশর করি।

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, তারপর কবর সংকুচিত হয়ে যাবে। এমনকি তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কথা বুঝানোর জন্যে এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখালেন। এবং তিনি আরো বললেন, সত্তরটি বিষাক্ত সাপ তার পেছনে লাগিয়ে দেয়া হবে। সেগুলোর একটি সাপও যদি যমীনের বুকে নিঃশ্বাস ফেলে তাহলে শেষ বিচারের দিন

পর্যন্ত কোন সবুজ বস্তু উদিত হবে না। সেই সত্তরটি সাপ কেয়ামত পর্যন্ত এই কাফের বা ফাসেককে অনবরত দংশন করতে থাকবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল করীম ﷺ শেষে বললেন, কবর হয়ত জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্য থেকে একটি বাগান। অথবা জাহান্নামের গর্তগুলো থেকে একটি গর্ত। (তিরমিযী, কেয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়)

১৩৬. মৃতকে সকাল-সন্ধ্যা কবরে তার ঠিকানা দেখানো হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে সকাল-সন্ধ্যা তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতি হয় তাহলে জান্নাতের ঠিকানা, আর যদি জাহান্নামী হয় তা'হলে জাহান্নামের ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাকে বলা হয় এটি তোমার ঠিকানা। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এরূপ করা হয়।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, মৃতকে সকাল-সন্ধ্যা ঠিকানা দেখানো হয় অধ্যায়)

১৩৭. বিনা কারণে শহীদের লাশকে স্থানান্তর করে দাফন করা বৈধ নয়।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِىْ بِاَبِىْ لِتَدْفِنَهٗ فِىْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا الْقَتْلٰى اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন আমার ফুফু আমার পিতাকে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করার জন্য আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহর আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলল : শহীদদেরকে তাদের শাহাদাতের স্থানে নিয়ে আসা হোক।

(আহমদ, সহীহ সুনান তিরমিযী ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৪০১)

১৩৮. মুসলিমদের কবরস্থানকে সমান করা বা ধ্বংস করা নিষিদ্ধ। মু'মিন মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে দেয়া বা কেটে ফেলা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে দেয়া জীবিতাবস্থায় তার হাঁড় ভাঙ্গার সমান।

(মালেক, ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৪৬)

দাফন সম্পর্কিত যে কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই

১. কোন ওলী, বুজর্গ বা মুত্তাকী ব্যক্তির পার্শ্বে কবর দেয়ার উদ্দেশ্যে লাশকে স্থানান্তরিত করা।

২. লাশ দাফন করা পর্যন্ত গরীবদের খাবার না দেয়া।

৩. দাফন করার সময় কবরে লাশের মাথার নিচে আরামদায়ক বস্তু রাখা।

৪. দাফনের পূর্বে লাশের মাথার কাছে বংশধারা লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, এর দ্বারা শাস্তি হালকা বা হ্রাস করা হবে।

৫. দাফনের সময় লাশের উপর গোলাপজল ছিটানো।

৬. দাফনের পূর্বে লাশের মাথার কাছে আহাদনামা, কালিমা তায়্যিবা অথবা কুরআনের কোন আয়াত লিখে রাখা।

৭. কবরে মাটি দেয়ার সময় প্রথম মুঠে 'মিনহা খালাকনাকুম' আর দ্বিতীয় মুঠের সাথে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' আর তৃতীয় মুঠের সাথে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা' পড়া।

৮. লাশ দাফনের পর সূরা ফাতিহা, নাস, ফালাক, ইখলাছ, নাসর, কাফিরুন এবং সূরা কদর পড়ার পর 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিসমিকাল আযীম' ইত্যাদি পাঠ করা।

৯. লাশ দাফনের পর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করা।

১০. দাফনের পরপর শোক পালনের উদ্দেশ্যে কবরে উপবিষ্ট হওয়া।

১১. দাফনের পর কবরে খানা নিয়ে বন্টন করা।

১২. লাশকে আমানত হিসেবে এক স্থানে দাফন করে পরে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা।

১৩. দাফনের পর কবরে কুরআনখানি করা।

১৪. মৃত্যুর পূর্বে নিজের কবর খনন করে রাখা।

১৫. দাফনের পর কবরে দান-সদকা করা।

১৬. কবরকে সাজানো এবং কবরে ফুল অর্পণ করা।

১৭. দাফনের পর কবরে আযান দেয়া।

১৮. মাটি দেয়ার পূর্বে লাশের মাথার কাছে কুরআন মাজীদ পাঠ করা।

১০. কবর যিয়ারতের মাসায়েল

১৩৯. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি এবং আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা জায়েয।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهٖ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বারণ করতাম। এখন আমাকে আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব তোমরাও কবর যিয়ারত কর কারণ তার দ্বারা আখেরাতের স্মরণ হয়।

(সহীহ তিরমিযী ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৮৪২)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً وَلَا تَقُوْلُوْا مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন কবর যিয়ারত করতে বাধা নেই। কারণ এতে উপদেশমূলক অনেক কিছু বিদ্যমান রয়েছে। তবে যিয়ারতের সময় এমন কিছু বলবে না যার দ্বারা আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যান। (আহমদ, হাকেম, আহকামূল জানায়েয, পৃঃ ১৭৯)

১৪০. যে সব মহিলা বিলাপ করে কান্না করে না এবং ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, তারা কবর যিয়ারত করতে পারবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন সে মহিলাকে দেখতে পেলেন একটি কবরের পাশে বসে কান্না করছিল। তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য অবলম্বন কর। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয)

১৪১. যে সব মহিলা বেশি বেশি কবরস্থানে যাতায়াত করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বেশি বেশি কবরস্থানে গমনকারী মহিলাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৮৪৩)

১৪২. কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীকে প্রথমে সালাম দেয়া, তারপর দোয়া করা এবং ইস্তেগফার করা সুন্নাত। কবরবাসীদের জন্য দোয়া করার সময় নিজের জন্যেও দোয়া করা প্রয়োজন। কবর যিয়ারতের মাসনুন দোয়া নিম্নরূপ।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلاَحِقُوْنَ اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ লোকদেরকে শিক্ষা প্রদান করতেন যে, যখন তারা কবরস্থানে গমন করবে তখন যেন এই দোয়া পড়ে। 'আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু লালাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা'। অর্থাৎ হে এই ঘরের মুমিন ও মুসলিম বাসিন্দারা! আসসালামু আলাইকুম, আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের কাছেই প্রত্যাবর্তন করতেছি। আমরা আল্লাহর নিকট নিজেদের জন্য এবং তোমাদের জন্য উত্তম বদলা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(আহমদ, মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখন আমার কাছে রাত্রি যাপন করতেন তখন প্রত্যেক রাতেই রাতের শেষভাগে বাকীর দিকে গমন করতেন এবং বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মু'মিনীনা ওয়া আতাকুম বা মুঅ'াদুনা গাদান মুআজ্জিলূনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীইল গারকাদ'। অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম। হে এই ঘরের মুমিনরা! তোমাদের সাথে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি ছিল, তা তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ। আর বাকি অংশ রোজ কেয়ামতের জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের কাছেই প্রত্যাবর্তন করতেছি। হে আল্লাহ! বাকী'উল গারক্বাদ বাসীর গোনাহ মাফ করে দাও। (আহমদ, মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয)

১৪৩. কবরবাসীদেরকে জন্য দোয়া করার সময় হা উঠানো সুন্নাত। কবর যিয়ারতের মাসনূন পদ্ধতি নিম্নরূপ।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا (رضى) قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَرْسَلْتُ بَرِيْرَةَ فِى اَثَرِهٖ لِتَنْظُرَ اَيْنَ ذَهَبَ قَالَتْ فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِىْ اَدْنَى الْبَقِيْعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ اِلَىَّ بَرِيْرَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ سَاَلْتُهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ بُعِثْتُ اِلٰى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لاُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূল করীম ﷺ বের হলেন। আমি বরীরাকে তাঁর পিছনে প্রেরণ করলাম যেন দেখে নবী করীম ﷺ কোথায় যাচ্ছেন। বরীরা (রা) বললেন, রাসূলে করীম ﷺ বাকীয়ে গারকাদের দিকে গিয়েছেন এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং দুহাত উত্তোলন করেছেন। তারপর ফিরে এসেছেন। বরীরা (রা) এসে আমাকে বলল, যখন সকাল হল তখন আমি রাসূলে করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন? নবী করীম ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ তরফ থেকে কবরস্থানে যাওয়ার আদেশ এসেছিল যেন আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি।

(আহমদ, সিলসিলা সহীহা, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৭৭৪)

১৪৪. কাফের বা মুশরিকের কবর যিয়ারত করলে কোন উপকার হবে না। দোয়া করার সময় আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা তথা গুণবাচক নামগুলো, ইস্‌মে আ'যম, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, সৎলোকের দোয়া এবং নিজের নেক আমলের উসিলা দেয়া বৈধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَابَ اَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَّلَا حَزَنٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ
قَضَاؤُكَ اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ
عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ اسْتَاْثَرْتَ
بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ
صَدْرِىْ وَجِلاَءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ اِلاَّ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّهٗ وَحُزْنَهٗ
وَاَبْدَلَهٗ مَكَانَهٗ فَرَجًا قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَتَعَلَّمُهَا
فَقَالَ بَلٰى يَنْبَغِىْ لِمَنْ سَمِعَهَا اَنْ يَتَعَلَّمَهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির কোন দুঃখ-কষ্ট বা পেরেশানী হয়েছে সে যদি এই দোয়া পাঠ করে "আল্লাহুম্মা.........." হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। তোমার বান্দা-বান্দির ছেলে। আমার কপাল তোমার হাতে। তোমার প্রত্যেকটি আদেশ আমার জন্য ফয়সালা ও মীমাংসাকৃত। তোমার প্রত্যেকটি ফয়সালাও মীমাংসা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার কাছে তোমার প্রত্যেক সেই নামের উসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করেছ, বা সৃষ্টিজগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছ। বা কিতাবে নাযিল করেছ অথবা ইলমে গাইবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত রেখেছ। কুরআনকে আমার অন্তর জাগরিত করে দাও, সীনার আলো করে দাও এবং আমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কারণ করে দাও'। তখন আল্লাহ তাআলা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন এবং তার পরিবর্তে তাকে সুখ-শান্তি দিয়ে দেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি এই দোয়াটি মুখস্থ করে নেব? নবী করীম ﷺ বললেন, অবশ্যই কর। প্রত্যেক শ্রবণকারীকে এই দোয়াটি মুখস্থ করা দরকার।

(আহমদ, সিলসিলা সহীহা, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৯৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ بِاَنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - قَالَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطَى.

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আসলামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ এক ব্যক্তিকে দোয়া করার সময় এরূপ বলতে শুনলেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি কেননা আমি সাক্ষী দেই যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তুমি এক ও অমুখাপেক্ষী। তুমি কারো সন্তান নও এবং তোমারও কোন সন্তান নেই। কেউ তোমার সমকক্ষও নেই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। এই লোকটি "ইসমে আজম" দ্বারা দোয়া করল। যাদ্বারা দোয়া করা হলে তা গ্রহণ করা হয়। আর যদি কেউ সেই ইসমে আজমের উসিলায় কিছু প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাকে তা দান করেন। (তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৬৩)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَرَبَهٗ اَمْرٌ قَالَ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন মুসিবতে পতিত হতেন তখন বলতেন, ইয়া হাইউ ...... অর্থাৎ হে চিরঞ্জীব! হে আল্লাহ! তোমার রহমতের উসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

(তিরমিযী, হাকেম, সহীহ সুনান তিরমিযী ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৯৬)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضى) كَانَ اِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের শিকার হতো তখন উমর (রা) নবী কারীম ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করাতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট তোমার নবীর উসিলা দিয়ে প্রার্থনা করতাম আর তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আর এখন (নবীয়ে আকরাম ﷺ এর ওফাতের পর) আমরা তোমার কাছে আমাদের নবী করীম ﷺ এর চাচার (দু'আকে) উসিলা করছি। সুতরাং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।
(মুখতাছারুল বুখারী, হাদীস নং-৫৫১)

عَنْ رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىُّ (رضى) قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

রাবীআ ইবনে কা'আব আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ এর সাথে রাত অতিবাহিত করতাম। তাঁর অযুর পানি এবং অন্যান্য কাজ করে দিতাম। একদা আমাকে বললেন, তুমি কি চাও? আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। নবী কারীম ﷺ বললেন, তুমি কি আরো কিছু চাও? আমি বললাম, আমি শুধু এটিই চাই। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, তাহলে বেশি সিজদা করে আমাকে সাহায্য কর। (মুসলিম, মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৯৬)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا اِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِىَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعَى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَاْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِهِمَا قَبْلَ وَلَدِىْ وَاِنَّهُ نَاءَ بِىَ الشَّجَرُ فَمَا اَتَيْتُ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوْسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَاَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَاْبِى وَدَاْبَهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتّٰى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا

بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ فَرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتُ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِىْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَظْلِمْنِىْ وَاَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَهْزَاْ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَهْزَاْ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِىَ فَفَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি পথ দিয়ে হাঁটছিল হঠাৎ তাদেরকে বৃষ্টি তাড়া করল। তারা পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিল। পরে পাহাড় থেকে একটি পাথর খণ্ড এসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তারা পরস্পর বলল, দেখ, এমন কোন আমল জীবনের আছে কি যা শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য করেছে। সেরূপ আমলের উসিলা দিয়ে প্রার্থনা কর। হয়তো বা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অতএব তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা জীবিত ছিল। তারা বার্ধ্যকের শেষাবস্থায় উপনিত হয়েছিল। আর আমার কিছু ছোট ছোট সন্তান ছিল।

আমি তাদের সবার জন্য ছাগল চরাতাম। যখন আমি সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতাম তখন দুধ দোহন করে প্রথমে পিতা-মাতাকে পান করাতাম।

তারপর সন্তানদের দিতাম। একদা আমি জঙ্গলে অনেক দূরে গেলাম, ফলে ঘরে ফিরতে দেরি হল। তখন বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

আমি নিয়ম মতো দুধ দোহন করে মা-বাবার নিকট গেলাম এবং তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তাদেরকে জাগানো ভালো মনে করছিলাম না। তাদের পূর্বে বাচ্চাদের দুধ পান করানোও আমার পছন্দ হল না। অথচ বাচ্চারা আমার পায়ের পাশে কান্না করছিল। এমতাবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে, যদি আমি এই কাজটি তোমাকে সন্তুষ্টি করার জন্য করে থাকি, তাহলে এই পাথরটি সরিয়ে দাও। যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাথরকে একটু সরিয়ে দিলেন। ফলে তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতে বোন ছিল। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। মানুষ স্ত্রীদেরকে যত ভালোবাসে তার চেয়ে অনেক বেশি আমি তাকে ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে নিজের মনের কামনা-বাসনা প্রকাশ করলাম। সে বলল, যতক্ষণ তাকে একশ দিনার দেব না ততক্ষণ সে সুযোগ দিবে না।

তারপর আমি পরিশ্রম করে একশ দিনার জমা করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গমন করলাম। যখন তার সাথে খারাপ কাজ করার মুখোমুখি হলাম অর্থাৎ তার দুপায়ের মধ্যখানে বসলাম তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ভয় কর এবং মোহর খোলনা। (অর্থাৎ তুমি যা করতে যাচ্ছ তা অবৈধভাবে কর না।) একথা বলার সাথে সাথে আমি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! তুমি জান। যদি আমি এই কাজটি তোমার উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে রক্ষা কর। তারপর পাথরটি আরো একটু সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে কাজে রেখেছিলাম কিছু চাউলের বিনিময়ে। কাজ শেষে সে আমাকে বলল, আমার হক দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার হক পেশ করলাম। সে তা গ্রহণ না করে ছেড়ে চলে গেল। আমি তার সেই পারিশ্রমিককে বৃদ্ধি করতে লাগলাম। এমনকি তার থেকে অনেক গরু ও তার রাখাল জমা হয়ে গেল। অনেক দিন পর সে এসে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আমার সাথে অন্যায় কর না

এবং আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম, যাও এই গরুগুলো রাখালসহ নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আমার সাথে ঠাট্টা কর না। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। তুমি রাখালসহ এই গরুগুলো নিয়ে নাও। সে সব কিছু নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি জান যদি আমি এই কাজটি তোমাকে সন্তুষ্টি করার জন্য করে থাকি তাহলে পাথরের বাকি অংশটুকুও খুলে দাও। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য পাথর একেবারে সরিয়ে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু ইজাবাতি দুআয়ি মান বাররা লিওয়ালিদাইহী)

১৪৫. দোয়া করার সময় কেবলামুখী হওয়া উচিত।

عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاَصْحَابُهٗ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهٖ.

উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রাসূল করীম ﷺ মুশরিকদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন তারা ছিল সংখ্যায় এক হাজার। আর তাঁর সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তিনশত উনিশ জন। তারপর নবী করীম ﷺ কেবলামুখী হয়ে উভয় হাত সম্প্রসারিত করে উচ্চস্বরে তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। (মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১১৫৮)

১৪৬. কোন নবী, ওলী অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কবরে দোয়া করার সময় তাদের নামের শপথ করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করেছে সে শিরক করেছে।

(সহীহ সুনান তিরমিযী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১২৪১)

১৪৭. কোন নবী, ওলী অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কবরে দোয়া করার সময় নিজের প্রয়োজনাদি পেশ করা, আল্লাহর কাছ থেকে প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের কাছে আরজি পেশ করা, কোন দুঃখ-কষ্ট বা বালা-মুসিবত ও সমস্যার সমাধানের জন্য দরখাস্ত করা অথবা উদ্দেশ্য পূরণের আবেদন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رَضِى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّ أُدْخِلَ النَّارَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, যে তখন সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্থ করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযূর)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَجَعَلْتَنِى اللّٰهَ عَدْلاً قُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং কথা বলতে বলতে বললেন, 'যা আপনি চান এবং আল্লাহ চান, নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলেছ? অতঃপর বললেন : এরূপ কখনো বল না। বরং বল যা আল্লাহ চান। (বুখারী, সিলসিলা সহীহা-আলবানী, (১/১৩৯)

১৪৮. কবরস্থানে অথবা কোন মাজারের বসে কুরআন তেলাওয়াত করা অবৈধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। কারণ শয়তান সেই গৃহ থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়।
(মুসলিম, কিতাবু চালাতিল মুসাফিরীন)

১৪৯. কবরস্থানে অথবা কোন মাজারে সালাত পড়া বা ইবাদত করা নিষিদ্ধ। কবরস্থানে বা মাজারে মসজিদ নির্মাণ করা, অথবা মসজিদে কবর অথবা মাজার নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। যে মসজিদে কবর বা মাজার থাকে তাতে সালাত পড়া নিষিদ্ধ।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কবরস্থানে সালাত পড়তে বারণ করেছেন। (বাযযার, আহকামুল আনায়িব, পৃঃ ২১১)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরস্থান এবং বাথরুম ছাড়া সব জায়গায় সালাত পড়া যাবে।
(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ সুনান ইবন মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬০৬)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরস্থানে পরিণত কর না। কিছু নফল সালাত ঘরে পড়। (মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না। আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক সেই জাতির উপর যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুসলিম, আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ২১৬)

عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا.

আবু মারছাদ গানাবী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরে বস না এবং কবরের দিকে সালাত পড় না।

(মুসলিম, মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৪৯৯)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অসুখ থেকে আর ভালো হননি সেই অসুখের সময় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের অভিশপ্ত করুন, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুসলিম, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭১)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ

وَجْهِهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ يَقُوْلُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে অসুখ থেকে আর আরোগ্য লাভ করেননি সেই অসুখের সময় ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের অভিশপ্ত বর্ষণ করুন, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছেন।

(বুখারী, মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-২৫৫)

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

জুনদাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের কাউকে বন্ধু বানাতে পারব না। কারণ আল্লাহ তাআ'লা আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন। যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকে বন্ধু বানাতাম। স্মরণ রাখ, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীগণ এবং দ্বীনদার লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করত। অতএব, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত কর না। আমি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা প্রদান করছি। (মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন)

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ (رضى) قَالَ اٰخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ اَخْرِجُوْا يَهُوْدَ اَهْلِ الْحِجَازِ وَاَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ شِرَارَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আবু উবাইদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর শেষ বাণী ছিল, নাজরানবাসী এবং হিজাযের ইহুদীদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করে দাও। আর জেনে রাখ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হল তারাই যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

(আহমদ, সিলসিলা সহীহা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-১১৩২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ شَرِ النَّارِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةَ وَهُمْ اَحْيَاءُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি তারাই যাদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হবে। আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে।

(ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, আহমদ, ত্বাবরানী, আহকামুল জানায়িয, পৃঃ ২১৭)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ لَقِيَنِى الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا عَلِىُّ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِنْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ وَاِلَّا اَوْصَى بِنَا النَّاسَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ : ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَلَمَّا رَاَيْنَا مَابِهِ خَرَجْنَا وَلَمْ نَسْاَلْهُ عَنْ شَيْئٍ.

আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ হল। তিনি বললেন, আলী চল! নবী করীম ﷺ এর নিকট যাই। যদি আমাদের জন্য কিছু থাকে তাহলে তো উত্তম। অন্যথায় লোকজনের সাথে আমাদেরকেও নসীহত প্রদান করবেন। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গমন করলাম, তখন তিনি বেঁহুশ অবস্থায় ছিলেন। পরে মাথা তুলে বললেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তৃতীয় বারও সেই একই কথা বললেন। অতঃপর আমরা তাঁর অবস্থা দেখে বের হয়ে পড়লাম। আর তাঁকে অন্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। (ইবনু সাআদ, ইবনু আসাকির, তাহযীরুসসাজিদ, পৃঃ ১৯)

عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالُوْا كَيْفَ نَبْنَى قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ أَنَجْعَلُهُ مَسْجِدًا؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম ﷺ এর সাহাবীগণ বলেন, রাসূল ﷺ এর কবর কিভাবে বানাবো? তাকে কি আমরা মসজিদে পরিণত করব? তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা ইহুদী নাসারাদের অভিশম্পাত করুক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (ইবনু যানজুওয়াই, তাহযীরুস সাজিদ, আলবানী, পৃঃ ২০)

১৫০. নবীগণ, অলীগণ অথবা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবরে বা মাজারে তাদের নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা, নজর-নেয়াজ বা মান্নত করা নিষিদ্ধ।

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِىْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِىْ ذُبَابٍ، قَالُوْا وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مَرَّ رَجُلاَنِ عَلٰى قَوْمٍ صَنَمٍ لاَيُجَاوِزُهٗ اَحَدٌ حَتّٰى يَقْرُبَ لَهٗ شَيْئًا فَقَالُوْا لاَحِدِهِمَا قَرِّبْ، لَيْسَ عِنْدِىْ شَئٌ اَقْرَبُ، قَالُوْا لَهٗ كُنْتُ لاَقْرَبُ لاَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهٗ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

তারেক ইবনে শিহাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি শুধু মাছির কারণে জান্নাতে চলে গেছে অন্য এক ব্যক্তি জাহান্নামে চলে গেছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! কিভাবে? নবী কারীম ﷺ বললেন, দুই ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিল, সেই সম্প্রদায়ের একটি মূর্তি ছিল, যার নামে কিছু জীব না দিয়ে কেউ সেই সম্প্রদায়ের স্থান অতিক্রম করতে পারত না। সম্প্রদায়ের লোকেরা দুই জনের একজনকে বলল, তুমি কিছু দাও। সে বলল, আমার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই। তখন তারা বলল, অন্ততঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সেই ব্যক্তি একটি মাছি মূর্তির নামে দিল, তখন লোকেরা তার পথ ছেড়ে দিল। এমনভাবে সে জাহান্নামে চলে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তারা বলল, তুমিও কিছু না মূর্তির নামে দিয়ে যাও। তখন লোকটি বলল, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কোন কিছু উৎসর্গ করব না। তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। আর এমনিভাবে (শিরক থেকে মুক্ত থাকার কারণে) সে জান্নাতে চলে গেল।

(আহমদ, কিতাবুত তাওহীদ, শায়খ মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব)

১৫১. নবীগণ, ওলীগণ অথবা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবর বা মাজারের সামনে মাথানত করে দাঁড়ানো অথবা সালাতের মতো হাত বেঁধে দাঁড়ানো, সাজদা করা কিংবা তাওয়াফ ইত্যাদির মতো অন্য কোন ইবাদত করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না। আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক সেই জাতির উপরে যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (আহমদ, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ২১৬)

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ اَتَيْتُ الْحِيَرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لَمَرْزَبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يَسْجُدَ لَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ الْحِيَرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزَبَانٍ لَهُمْ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدُ لَكَ، قَالَ : اَرَاَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوْا، لَوْ كُنْتُ اَمْرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

কায়স ইবনে সাআ'দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'হিয়ারা' [ইয়েমেনের একটি শহর] এ এসে সেখানকার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সিজদা করতে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, নবী করীম ﷺ এ সকল শাসকের চেয়ে সিজদার অধিক অধিকারী। যখন রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম তখন আরয করলাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি হিয়ারার লোকদেরকে তাদের শাসকের সামনে সিজদা করতে দেখেছি। অথচ আপনিই তো সিজদার পাওয়ার বেশি অধিকারী। রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা! বলতো যদি তুমি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাও, তাহলে কি তুমি আমার কবরকে সিজদা করবে? আমি বললাম : কখনো না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আমি জীবিত থাকাবস্থায়ও তুমি আমাকে সিজদা করবে না। যদি আমি (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ করতাম। কারণ মহিলাদের উপর পুরুষদের (আল্লাহ প্রদত্ত) অনেক অধিকার রয়েছে। (সহীহ সুনানু আবু দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদীস নং-১৭৮৩)

১৫২. কোন নবী, ওলী অথবা বুযুর্গ ব্যক্তির কবরে বা মাজারে ওরস অথবা মেলা করা নিষিদ্ধ। মসজিদে নববীতে প্রত্যেক সালাতের পর দরূদ পাঠের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর মোবারকে হাজির হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জায়েয নেই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّلَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না। আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত কর না। আর যেখানেই থাক সেখান থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায়। (আহমদ, আবু দাউদ, ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী, হাদীস নং-২০)

১৫৩. কবর বা মাজারে মুজাবের হওয়া (সদা কবরে বসে থাকা) বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তথায় বসা নিষিদ্ধ। কবর বা মাজারের দিকে মুখ করে বা কবরস্থানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهٗ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন কবরে বসার চেয়ে এমন অগ্নিকুণ্ডে বসা অধিক উত্তম যা তার কাপড় ও চামড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

(মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, কবরে বসা অধ্যায়)

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ.

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ কবরকে পাকা করা, কবরে বসা এবং কবরে গৃহ নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, কবরে বসা অধ্যায়)

১৫৪. কবর বা মাজারে পশু জবাই করা, খাওয়া, মিষ্টি, দুধ, চাউল ইত্যাদি বণ্টন করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَقْرَ فِى الْاِسْلَامِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً اَوْ شَاةً.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরে গিয়ে পশু জবাই করা ইসলামের নিষিদ্ধ। (আহমদ, আবু দাউদ)। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তারা কবরের কাছে গাভী কিংবা ছাগল জবাই করত। (সহীহ সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭৫৯)

১৫৫. বরকত অর্জন করা, সন্তান লাভ করা এবং আরোগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারের চুল বা সুতা ইত্যাদি বাঁধা নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَكِيْمٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اِلَيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে হাকীম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তাকে সেই বস্তুর দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়। (আহমদ, হাকিম, গায়াতুল মারাম-আলবানী, হাদীস নং ২৯৮)

১৫৬. কোন নবী, ওলী অথবা বুযুর্গ ব্যক্তির কবর বা মাজার যিয়ারত করার ইচ্ছায় সফর করা জায়েয নেই। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং মসজিদে নববীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অথবা এ সকল মসজিদে সালাত আদায় করে সাওয়াব অর্জন করার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ اللّٰهُ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ তিনটি মসজিদ, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোথাও সফর করবে না। (মুসলিম, মুখতাছার সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْهَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার এই মসজিদে এক সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সব মসজিদে হাজার সালাতের চেয়ে অনেক শ্রেয়।

(মুসলিম, মুখতাছার সহীহ বুখারী, যবিদী, হাদীস নং-২৬১)

عَنْ قَزْعَةَ (رضى) قَالَ اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلَى الطُّوْرِ فَسَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدُ النَّبِىِّ ﷺ وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصَى. وَدَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِهِ.

কাযআহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তূর পাহাড় দেখার নিয়াতে বের হলাম এবং ইবনে উমর (রা)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জাননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি মসজিদ– মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকছা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করবে না। আর তূর পাহাড়ে যেও না। (ত্বাবরানী, আহকামুল জানায়িয, আলবানী, পৃঃ ২২৬)

১৫৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর মোবারকে সালাম দেয়ার মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلٰى فُلاَنٍ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল করীম ﷺ-এর পিছনে সালাতে বলতাম, আল্লাহর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন একদা রাসূলে করীম ﷺ আমাদের বললেন, আল্লাহই সালাম (সুতরাং তোমরা আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক একথা বলবে না। বরং) যখন তোমরা সালাতে বসবে, তখন বলবে : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বায়্যিবাতু আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন"।

(মুসলিম, কিতাবুস্সলাত, তাশাহহুদ অধ্যায়)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاه.

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তারপর কবরের পাশে এসে বলতেন : 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবু বকর', 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবৃতাহ'।

(বায়হাকী, ফাযলুস্সলাত আলান্নাবী– আলবানী, ১০০)

১৫৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর দরূদ পাঠের মাসনূন শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى (رضى) قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথে কাআ'ব ইবনে উজরার সাক্ষাত লাভ হল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী কারীম ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বল : 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর, নিশ্চয়ই তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দান কর যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত)

১১. যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ.

১. "যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার কবর যিয়ারত করবে আমার মৃত্যুর পর সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।" (জ্বাল)

এই হাদীসের সনদে দুজন রাবী (বর্ণনকারী) অর্থাৎ হাফছ ইবনে সুলাইমান এবং লাইছ ইবনে আবু সুলাইম দুর্বল। হাফছ ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে ইবনে মুঈন বলেছেন, সে মিথ্যুক। ইবনে হাজর বলেছেন, তার হাদীসকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। হিরাশ (রা) বলেছেন, সে হাদীস গড়ার কাজ করত। শায়খ আলবানী বলেছেন, এই হাদীসটি জ্বাল।

(সিলসিলায়ে যয়ীফাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ.

২. যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করে আমার যিয়ারতে আসল না সে আমার সাথে অন্যায় করল। (জাল)

ইমাম জাহাবী, ইমাম ইবনুল জৌযী, এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে জ্বাল বলেছেন। (সিলসিলায়ে যয়ীফাহ : ১/১১৯, হাদীস নং ৪৫)

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَنِىْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسَبًا كُنْتُ لَهٗ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩. যে ব্যক্তি মদীনায় এসে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমার যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ প্রদান করব এবং তার পক্ষে সাক্ষী হব। (দুর্বল)

হাদীসটি দুর্বল। (দেখুন, যয়ীফুল জামিউস সাগীর, হাদীস নং ৫৬১৯)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ.

৪. "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে"। (জাল)

(হাদীসটি জাল। (দেখুন, যয়ীফুল জামিউস সাগীর : পৃঃ ৮০৮, হাদীস নং ৫৬০৭)

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ زَارِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جَوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلاَئِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫. খাত্তাব বংশের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার যিয়ারত করবে, সে শেষ বিচারের দিন আমার সাথে একত্রে থাকবে। যে ব্যক্তি মদীনায় অবস্থান করবে এবং সে সময় আগত সকল বালা-মুসিবতে ধৈর্য অবলম্বন করবে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষী এবং সুপারিশকারী। তাকে কিয়ামতে নিরাপদ অবস্থায় পুনরুত্থান করাবেন। (বায়হাকী) (দুর্বল)

হাদীসটি দুর্বল। (দেখুন, মিশকাতুল মাছাবীহ।)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَنِىْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৬. "যে ব্যক্তি আমার এবং আমার পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর একই বছর যিয়ারত করেছে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (জ্বাল)

ইমাম নববী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম ইবনু তাইমিয়া এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে জ্বাল বলেছেন। (সিলসিলায়ে যয়ীফাহ : ১/১২০, হাদীস নং ৪৬)

عَـنْ عَبْدِ اللّٰـهِ بْنِ مَسْعُـوْدٍ (رضى) قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ ﷺ مَنْ حَـجَّ حَـجَّـةَ الْاِسْلَامِ وَزَارَ قَـبْـرِيْ وَغَـزَةً وَصَـلّٰى عَـلَىَّ فِـى الْـقَـدُسِ لَـمْ يَـسْـاَلْـهُ اللّٰـهُ فِـيْـمَـا افْـتَـرَضَ عَلَـيْـهِ.

৭. "যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ পালন করেছে, আমার কবর যিয়ারত করেছে, একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে আমার উপর দরূদ করেছে, আল্লাহ পাক তাকে ফরজ ইবাদত ও আমলের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবেন না।" (জাল)

ইবনে আব্দুল হাদী, ইমাম সুয়ুতী এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে জ্বাল বলেছেন। (সিলসিলায়ে যয়ীফাহ : ১/৩৬৯, হাদীস নং ২০৪)

কবর যিয়ারত সম্পর্কিত যে সকল কাজ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. সোমবার এবং বৃহস্পতিবারকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা।
২. জুমা'র দিনকে পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা।
৩. আশুরার দিনে গুরুত্বের সাথে কবর যিয়ারত করা।
৪. শবে বরাতে কবরে বাতি জ্বালানো বা আলোকসজ্জা করা।
৫. কবর বা মাজারে না'তখানি করা বা সেমা'র মাহফিল অনুষ্ঠান করা।
৬. কবর বা মাজারে মোমবাতি, আগরবাতি, চেরাগ ইত্যাদি জ্বালানো।
৭. কবর বা শা'বান, রমযান এবং ঈদের সময় বিশেষভাবে করব যিয়াত করা।
৮. কবর যিয়ারত করার জন্য অযু, তায়াম্মুম বা গোসল করা।
৯. কবর যিয়ারতের সময় দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করা।
১০. কবর যিয়ারতের সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
১১. কবর যিয়ারতের সময় সূরা ইয়াসীন পাঠ করা।
১২. কবর যিয়ারতের সময় এগার বার 'কুলহুআল্লাহ' পড়া।

১৩. কবর যিয়ারতের পর কবরকে পিছ না দিয়ে পিছনের দিকে হেঁটে বের হওয়া।

১৪. কবরস্থানে বা কোন মাজারে কুরআন রাখা।

১৫. নবী, ওলী এবং বুযুর্গদের কবরে নিজের হাজত লিখে রাখা বা চুল কেটে রাখা।

১৬. মৃত নবী, ওলী এবং বুযুর্গদের উসীলা করে 'ইয়া আল্লাহ্ অমুক ওলীর উসীলায়' অথবা 'অমুক বুযুর্গের বরকতে' আমার দোয়া কবুল কর ইত্যাদি বলা।

১৭. মাজার বা কবরের দেয়ালে শরীর লাগানো এবং চেহারাকে কবরে ঘর্ষণ করা।

১৮. গর্ভবতী মহিলাদের শরীর কবরের সাথে ঘষা।

১৯. কবরবাসীদের জন্য দোয়া করার সময় মাজার বা কবরের দিকে মুখ করা।

২০. কোন নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরে একথা বলা, হে অমুক! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর।

২১. যিয়ারতকারীদের মাধ্যমে মৃত নবী, অলী বুযুর্গদের নিকট সালাম পৌঁছানো।

২২. কোন নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরে অন্যের পক্ষ থেকে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২৩. নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরের মাটিকে শেফার কারণ মনে করা।

২৪. নবী, অলী বা বুযুর্গদের কবরে চাদর দেয়া, ফুল দেয়া অথবা সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া।

২৫. নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরের পার্শ্বে অবশ্যই দোয়া কবুল হয় বলে বিশ্বাস কর।

২৬. একথা বিশ্বাস করা, যে নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরে বা মাজারের হাজির হলে আমার স্বাস্থ্য, কারবার, ইজ্জত-সম্মান, পদ, মন্ত্রিত্ব এবং সভাপতিত্ব ইত্যাদি সব অবস্থান ঠিক থাকবে।

২৭. একথা বিশ্বাস করা যে, নবী, ওলী বা বুযুর্গদের কবরের পাশের গাছ পালা, দেয়াল, পাথর ইত্যাদিতে হাত লাগালে ক্ষতি হবে বলে ধারণা রাখা।

২৮. মৃত নবী, ওলী এবং বুযুর্গদের কবরের দোয়া করার সময় একথা বিশ্বাস করা যে, তারা ইহকালীন জীবনের মতো এখনো আমাদের কথা-বার্তা শুনছেন। আর আমার অবস্থা এবং নিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

২৯. কবর বা মাজারকে উসীলা করে দোয়া করা।

৩০. প্রত্যেক জুমায় গুরুত্ব সহকারে বাকী'র কবরস্থান যিয়ারত করা।

৩১. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকের যিয়ারতের পর অবশ্যই বাকীর যিয়ারত করা।

৩২. বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর কবর মোবারকের জালিকে চুমু দেয়া, স্পর্শ করা অথবা শরীরে লাগানো।

৩৩. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকে দরূদ-সালাম পড়ার পর কুরআন মজীদের আয়াত .... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ। তিলাওয়াত করে রাসূল ﷺ এর কাছে ইস্তেগফারের জন্য আবেদন করা।

৩৪. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ এর উসীলায় আমার দোয়া কবুল কর' ইত্যাদি বলা।

৩৫. রাসূল কারীম ﷺ-এর কবর মোবারকে দোয়া করার সময় 'আশ শাফাআতু ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা, আল আমান ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি বলা।

৩৬. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারকে কুরআনখানী বা না'তখানীর নিয়াতে যাওয়া।

৩৭. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় একথা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি জীবদ্দশায় যেরূপ উপস্থিত ব্যক্তিদের কথা-বার্তা শুনতেন, তদ্রূপ এখনো আমার কথা শুনছেন।

৩৮. রাসূল কারীম ﷺ এর কবর মোবারক যিয়ারত করার সময় একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি যিয়ারতকারীদের নিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

৩৯. যারা মদীনা শরীফ যাবেন তাদের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর নিকট সালাম পৌঁছানো।

৪০. দোয়া করার সময় মুখকে কেবলার পরিবর্তে নবী কারীমের কবরের দিকে করা।

১২. ঈছালে ছওয়াবের মাসায়েল

১৫৯. কাফের অথবা মুশরিকরা ঈছালে ছওয়াবের কোন কাজের কোন উপকার পাবে না।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بُدْنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بُدْنَةً وَأَنَّ عَمْرًوا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ فَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু ওয়ায়েল জাহেলী যুগে মান্নাত করেছিল যে, একশটি উট কুরবানী করবে। হিশাম ইবনে আমর নিজের অংশের কুরবানী সম্পন্ন করল। আর আমর (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, যদি তোমার পিতা তাওহীদকে স্বীকার করত তাহলে তুমি তার জন্য সিয়াম পালন করলে কিংবা সদকা করলে তার উপকার হতো।

(আহমদ, সিলসিলা সহীহা, ১ম খণ্ড হাদীস নং-৪৮৪)

১৬০. নেক সন্তানদের দোয়া সদকা জারিয়া, দ্বীন প্রচারের কার্যসমূহ, মসজিদ এবং মুসাফিরখানা নির্মাণের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও জারি হতে থাকবে।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে যায়, তার মধ্যে তিনটি বস্তু সর্বোত্তম।

১. নেক সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া, করে।

২. সাকদায়ে জারিয়া, যার প্রতিফল সে অব্যহতভাবে পেতে থাকবে।

৩. ইলম (ইসলামী জ্ঞান), যা সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে এবং লোকেরা তার মৃত্যুর পর সে মতে আমল করে।

(ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, ত্বাবরানী, সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৯৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ اَشْيَاءِ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতেই থাকে। ১. ছদকায়ে জারিয়া, ২. ইসলামী জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে, ৩. নেক সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করবে। (মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-১০০১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوَبَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর মু'মিন যে সকল আমলের সাওয়াব পেতে থাকবে, সেগুলো হল–

১. সেই জ্ঞান, যা সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার করেছে।

২. নেক সন্তান, যা সে পিছনে রেখে এসেছে।

৩. কুরআন, যা মানুষকে দিয়ে এসেছে।

৪. মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে।

৫. যে মুসাফিরখানা সে নির্মাণ করেছে।

৬. সদকা যা সে সুস্থাবস্থায় নিজের জীবনে অর্জন করেছে। এ সকল আমলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তি এমনিতেই পেতে থাকবে।

(ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাকী, সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৯৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَبِىْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বলল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন কিন্তু অসিয়াত করে যাননি। আমি সদকা করলে কি তার পাপ মার্জনা হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

(আহমদ, মুসলিম, সহীহ সুনান নাসায়ী ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৪১৩)

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ.

সাআ'দ ইবনু উবাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তাঁর তরফ থেকে সদকা আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন সদকা বেশি উত্তম? তিনি বললেন, পানি পান করানো।

(আহমদ, নাসায়ী, সহীহ সুনান নাসায়ী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৪২৫)

১৬১. সন্তানদের নেক আমলের সওয়াব নিয়ত করা ছাড়া পিতা-মাতা পেতে থাকবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهِ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষের জন্য সর্বোত্তম খাবার হল, যা সে নিজের উপার্জন থেকে খায়। আর তার সন্তান হল, তার উপার্জন। (সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৭৩৮)

১৬২. দোয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অনেক উপকারী। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উত্তম উপহার হল ইস্তেগফার বা ক্ষমা।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَسَاَلَتْهُ عَائِشَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَدْعُوَ لَهُمْ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ কখনো বাকীতে গিয়ে দোয়া করতেন। যখন আয়েশা (রা) সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে 'বাকী' বাসীদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (আহমদ, আহকামুল জানায়েয, হাদীস নং-১৮৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّث، يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ صَدِيْقٍ، فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالِ الْجِبَالِ، وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরে মৃতের দৃষ্টান্ত হল সেই ডুবে যাওয়া ব্যক্তি এবং ফরিয়াদকারীর মতো, যে স্বীয় পিতা-মাতার, ভাই বা বন্ধুদের দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন দোয়া পায় তখন তার কাছে দুনিয়ার সব কিছু থেকে বেশি প্রিয় মনে হয়। নিশ্চয় পৃথিবীবাসীর দোয়ার কারণে কবরবাসীদেরকে আল্লাহর তা'আলার পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য সর্বোত্তম উপহার হল, ইস্তেগফার।

(বায়হাকী, মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৩৫৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে নেক ও সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! এই মর্যাদা আমি কি করে অর্জন করলাম? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের কারণে।

(আহমদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৩৫৪)

১৬৩. মৃতের উপর যদি ফরয রোযা বাকি থাকে এবং ওয়ারিসরা সাওম পালন করে তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তার উপর সাওম বাকি থাকে তখন তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকেরা আদায় করে দিবে।

(বুখারী, মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০০৩)

১৬৪. মৃতব্যক্তির কৃত শরীয়তভিত্তিক মান্নতকে তার সন্তানেরা পূর্ণ করলে, মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পাবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْضِهِ عَنْهَا.

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাআদ ইবনু উবাদা (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে তার মায়ের মান্নাতের সম্পর্কে ফাতওয়া চাইলেন। যা পূরণ করার পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন, মায়ের তরফ থেকে তুমি তার মান্নাত পূর্ণ কর।

(মুসলিম, মুখতাছারু সহী মুসলিম, হাদীস নং-১০০৩)

১৬৫. মৃতব্যক্তির তরফ থেকে অন্য কেউ তার ঋণ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِرَجُلٍ مِنْ الْاَنْصَارِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَال النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَىَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক আনসারী সাহাবীর জানাযা নিয়ে আসা হল সালাত আদায়ের জন্য। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। তার উপর ঋণ রয়ে গেছে। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তার ঋণ আমার জিম্মায় থাকল। নবী করীম ﷺ বললেন, ওয়াদা পূর্ণ করবে? আবু কাতাদা বললেন, হ্যাঁ করব। তারপর রাসূলে করীম ﷺ তাঁর জানাযার সালাত পড়ালেন। (সহীহ সুনান নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-১৮৫১)

১৬৬. মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করলে, তার সাওয়াব সে পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُضَحِّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ اَحَدَهُمَا عَنْ اُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الْاٰخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

আয়েশা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ যখন কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন দুটি মোটা তাজা, শিংওয়ালা চিত্র-বিচিত্র এবং খাসী দুম্বা ক্রয় করতেন এবং একটি নিজের সে সব উম্মতের পক্ষ থেকে জবাই করতেন যাঁরা আল্লাহর তাওহীদ এবং রাসূল ﷺ এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে। আর দ্বিতীয়টি মুহাম্মদ ﷺ এবং তার পরিবার পরিজনদের পক্ষে জবাই করতেন।

(সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৫৩১)

১৬৭. মৃত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকলে, অথবা সে হজ্জের নজর করে থাকলে অতঃপর তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ করলে, তার ফরয বা নজর পূর্ণ হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা করলে, তার সাওয়াব সে পাবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّى نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوادَيْنَ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করল এবং বলল, আমার মা

হজ্জ করার মান্নাত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব কি? নবী কারীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। আচ্ছা বল, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তাহলে তা কি আদায় করতে? মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর কর্যও আদায় কর। কারণ আল্লাহ বেশি হকদার যে তাঁর হক আদায় করা হোক।

(বুখারী, মুখতাছারু সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৮৯৬)

ঈছালে সওয়াব সম্পর্কিত যে সকল কাজ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

১. মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রথম দিন এবং তৃতীয় দিন কুলখানির প্রথা পালন করা এবং সপ্তম দিন, দশম দিন ও চল্লিশতম দিনে খানার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

২. যারা কুলখানির প্রথায় আসবে তাদের মধ্যে কাপড় বন্টন করা।

৩. ঈছালে সওয়াবের নিয়তে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে খাবার বন্টন করা।

৪. বছর পূর্ণ হলে খাবার বন্টন করা।

৫. নিজের মৃত্যু দিবসে কুরআনখানি বা খাবারের আয়োজন করার অসিয়াত করা।

৬. পারিশ্রমিক নিয়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে কুরআনখানি করা অথবা নফল পড়ানো।

৭ মৃত ব্যক্তির নিজের সম্পদ থেকে কুরআনখানি করা, বা অন্য কোন বিদয়াতি প্রথা পালন করার জন্য টাকা দেয়ার অসিয়াত করে যাওয়া।

৮. মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে শা'বান, রজব এবং রমযানে বিশেষভাবে সদকা-খায়রাত করা অথবা খাবার বন্টনের ব্যবস্থা করা।

৯. বার্ষিকী পালন করা এবং বার্ষিকীর সময় কুরআনখানী করানো, খাবার কিংবা মিষ্টি বিতরণ করা।

১০. কুরআন তিলাওয়াত করে মৃতদের মধ্যে তার সওয়াব বখশে দেয়া।

১১. বিসমিল্লাহের কুরআন খতম করা, পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করা, চনা বা দানার উপর সত্তর হাজার বার কালিমা পড়া।

১২. আয়াতে কারীমার প্রথা আদায় করা। অর্থাৎ চাদর বিছিয়ে দানার উপর শোয়া লক্ষ বার 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া।

১৩. মৃতের জন্য সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে খতম পড়ানো।

১৪. দাফনের দিনকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক কবরে গিয়ে ছদকা-খায়রাত করা এবং মিষ্টি, দুধ অথবা খাবার বন্টন করার ব্যবস্থা করা।

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE HOLY QURAN (তিন ভাষায়)	১০০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস	৩৫০
৪.	রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাসি কান্না ও জিকির	২১০
৫.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	১৫০
৬.	রাসুলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	১৪০
৭.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	১৫০
৮.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	৭০
৯.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	২০০
১০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	২০০
১১.	রাসূল (স.) সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	১৪০
১২.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	২২০
১৩.	রাসূল (স.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে	২২৫
১৪.	রাসূল (স.) জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	১৩০
১৫.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	২২৫
১৬.	কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা	২২৫
১৭.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	১৫০
১৮.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
১৯.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
২০.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব	৬০
২১.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার -আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
২২.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
২৩.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
২৪.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
২৫.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
২৬.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
২৭.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
২৮.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
২৯.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩০.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
৩১.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩২.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৩.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামায	৬০
৩৪.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৩৫.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৩৬.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
৩৭.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৩৮.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৩৯.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪০.	পোষাকের নিয়মাবলী	৪০
৪১.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪২.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)	৫০
৪৩.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৪৪.	ইসলাম এবং সেকিউল্যরিজম	৫০
৪৫.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৪৬.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৪৭.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৪৮.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৪৯.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫০.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৫১.	রাসূল (স.) কুরবানী দিতেন যেভাবে	১২৫
৫২.	দোয়া কবুলের পুর্বশর্ত	১০০
৫৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–১	৪০০
৫৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–২	৪০০
৫৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–৩	৩৫০
৫৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–৪	৩৫০
৫৭.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–৫	৪০০
৫৮.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র–৬	২৫০

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com